ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রির প্রতিবাদে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র কর্মকর্তার পদত্যাগ

সারে-জমিন

নাদনঘাটে রক্তাক্ত বিদেশি সন্ন্যাসী উদ্ধার

রূপসী বাংলা

কেন থামছে না পশ্চিমবঙ্গের গণ-আন্দোলন

সম্পাদকীয়

ন্যায়বিচারের দাবিতে পথে নামল শিক্ষার্থীরা

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
২০ আগস্ট, ২০২৪
৪ ভাদ্র ১৪৩১
১৪ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

আন্দোলন যেন বন্ধ না হয়, আরজি কর কাণ্ডে বার্তা মেহতাব হোসেনের

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 225 ■ Daily APONZONE ■ 20 August 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

ময়নাতদন্ত রিপোর্টে ডাক্তারকে গলা টিপে হত্যা করার উল্লেখ

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের স্নাতকোত্তর মহিলা ইন্টার্ন চিকিৎসকের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে এল। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ইতিমধ্যে সেই পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের কথা তুলে ধরেছে নিউজ পোর্টালে। সংবাদমাধ্যমের হাতে আসা নিহত জুনিয়র ডাক্তারে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বলছে, তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। তাকে যে যৌন হেনস্থা করা হয়েছে তার স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। তার শরীরে যদিও মিলেছে বিভিন্ন ক্ষতচিহ্ন। এমনকী যৌনাঙ্গেও ক্ষতচিহ্নের উল্লেখ করা হয়েছে। তার যৌনাঙ্গে জোরপূর্বক কিছু প্রবেশ যে করানো হয়েছিল, তারও উল্লেখ রয়েছে ময়নাতদন্ত রিপোর্টে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহত জুনিয়র ডাক্তারের শরীরে যে একাধিক ক্ষতচিহ্ন মিলেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, নিহতের মাথা, গাল, ঠোঁট, নাক, ডান চোয়াল, চিবুক, গলা, বাঁ হাত, বাঁ কাঁধ, বাঁ হাঁটু, গোড়ালিতে ক্ষতচিহ্ন। নিহত চিকিৎসকের ফুসফুসে রক্ত জমাট (হেমারেজ) বেঁধেছিল বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে আরও জানানো হয়েছে, নির্যাতিতা চিকিৎসকের শরীরের বাইরে ১৬টি এবং শরীরের অভ্যন্তরে ৮টি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। আঘাতগুলো ‘অ্যান্টি মর্টেম’ অর্থাৎ মৃত্যুর আগেই করা হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ‘সিমেন’ সংক্রান্ত কোনও উল্লেখ নেই। রিপোর্টে লেখা হয়েছে, নির্যাতিতার ‘এন্ডোসার্ভিক্যাল ক্যানাল’ থেকে ‘সাদা ঘন চটচটে তরল’ সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু সেই তরলটা কী তার উল্লেখ নেই। যদিও রিপোর্টে ‘এক্সটারন্যাল ও ইন্টারন্যাল জেনিটালিয়া’ কলমে লেখা হয়েছে, ওই তরলের ওজন ‘১৫১ গ্রাম’। সেটা কী বস্তু তার উল্লেখ করা হয়ীন। সাধারণত ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এমন কিছু লেখা হয় না। ফরেন্সিক রিপোর্ট থেকেই এ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যেতে পারে। তাই ফরেন্সিক রিপোর্ট জানা তরল বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলা মুশকিল। পাশাপাশি একাধিক জায়গায় নির্যাতিতার শরীরের একাধিক হাড় ভাঙার অভিযোগ উঠেছিল। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে নিহতের শরীরের কোনও হাড় ভাঙার কোনও উল্লেখ নেই। যদিও ক্ষতচিহ্নগুলি কি তা বলেছে।

সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলার শুনানি আজ

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণি (তফসিলি জাতি ও উপজাতি ব্যতীত) আইনের অধীনে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা ৭৭টি সম্প্রদায়কে বাতিল ঘোষণা করা কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে চলা মামলার ফের শুনানি হবে আজ মঙ্গলবার । জানা গেছে, গত ২২ মে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের পরে অর্থাৎ তৃণমূল সরকারের আমলে তৈরি সমস্ত ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করার যে রায় দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা ও কয়েকটি ব্যক্তি আর্জি জানিয়েছিল ১৮ জুলাই। ২৭২৮৭/২০২৪ শীর্ষক ডায়েরি নম্বরে মামলাটি নথিবুক্ত হওয়ার পর তার কেস নম্বর এসএলপি (সি) নং: ০১৭৭৫৫-০১৭৭৫৫/২০২৪। শুনানি হবে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে। মূল মামলার সঙ্গে ওবিসি সংক্রান্ত আরও কয়েকটি সংগঠন ও ব্যক্তির আর্জি সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। কজ লিস্টে মামলার শুনানির তালিকায় ৩৪ নম্বরে রয়েছে। মূল আর্জিতে যাদের নাম রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল ১. পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২. ওয়েস্টবেঙ্গল কমিশন অফ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন ৩. সেখ নুরুল হক, ৪. ওয়েস্টবেঙ্গল সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইব অ্যান্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কর্পোরেশন। বিবাদি পক্ষে রয়েছেন অমলচন্দ্রদাস, আত্মাদীপ, নীলমাধব কর্মকার, পূরবী দাস নি সাহা, সুধাংশু দাস প্রমুখ। ওই মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে আরও যেসব পক্ষকে তারা হলেন, সেখ সেরাফুদ্দিন (ডায়েরি নং: ৩১৯৪৪/২০২৪), তুহিনা পারভিন (ডায়েরি নং: ৩০০৭৮/২০২৪) এবং নওশাদ সিদ্দিকী (ডায়েরি নং: ৩১৯৪২/২০২৪), বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরাম (ডায়েরি নং: ৩৪০৩৮/২০২৪), পক্ষে মোস্তাফিজুর রহমান সহ ৫০জন (ডায়েরি নং: ৩৩৭৯২/২০২৪)। তবে, মূল মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে প্রথম উঠেছিল গত ৫ আগস্ট। সেদিনের শুনানিতে প্রধান বিচারপতির গঠিত বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি নোটিশ জারি করে। ২০১০ এবং ২০১২ সালের এর পরে পশ্চিমবঙ্গে জারি করা ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করা প্রসঙ্গে এই নোটিশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। বেঞ্চ রাজ্যকে ৭৭টি সম্প্রদায়কে ওবিসি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার জন্য অনুসৃত প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে একটি হলফনামা দাখিল করতে বলেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। ওই হলফনামায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানানোর কথা সমীক্ষার প্রকৃতি ও ওবিসি হিসাবে মনোনীত ৭৭টি সম্প্রদায়ের তালিকায় সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের বিষয়ে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশনের সাথে পরামর্শের অভাব ছিল কিনা। এর পাশাপাশি, আদালত আরও জানতে চেয়েছিলযে ওবিসিগুলির উপ-শ্রেণি বিন্যাসের জন্য রাজ্য কোনও পরামর্শ করেছে কিনা এবং গবেষণার প্রকৃতি স্পষ্ট করে দিয়েছে কিনা। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টের যাবতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর সম্বলিত হলফনাম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিয়েছে।

সিবিআইয়ের প্রাথমিক তদন্তে আরজি করে ‘সিন্ডিকেট’ রাজের সন্ধান

আপনজন ডেস্ক: সিবিআই ট্রান্সফার পোস্টিংয়ের জন্য ঘুষের একটি বিশাল চক্র এবং আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একটি অবৈধ মেডিকেল সিন্ডিকেটের সন্ধান পেয়েছে, যেখানে ৩১ বছর বয়সি এক জুনিয়র ডাক্তারকে ৯ আগস্ট ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল। তদন্তে জানা গেছে যে এই চক্রটি বছরের পর বছর ধরে সক্রিয় এবং অন্যান্য রাজ্য পরিচালিত মেডিকেল কলেজগুলিতেও প্রসারিত। সিবিআই নাকি জানতে পেরেছে, রাজ্য সরকারের কেনা কোটি কোটি টাকার ওষুধ এই বেআইনি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বেসরকারি ওষুধে পাঠানো হয়েছে। সিবিআই সূত্রের খবর, বিভিন্ন মঞ্চে এই অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো নির্যাতিতা তাঁর পরবর্তী ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় নিশানা হয়ে থাকতে পারেন।
তদন্তে এই দুর্নীতি চক্রে রাজ্য সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। সিবিআই সক্রিয়ভাবে এই দুর্নীতিতে জড়িত অন্যান্য চিকিৎসক এবং ব্যক্তিদের সন্ধান করছে।
সিবিআইয়ের এক শীর্ষ আধিকারিক এক সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে ডাক্তারদের একটি চক্র অর্থের বিনিময়ে ডাক্তারদের বদলি পোস্টিং ব্যবস্থায় জড়িত ছিল। যে চিকিৎসকরা নিজেদের পছন্দের মেডিক্যাল কলেজে বদলি হতে চান, তাঁদের ২০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা দিতে বলা হয়। এতে ভুক্তভোগী ডাক্তাররা ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং তিনি বিভিন্ন ফোরামে এই অবৈধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এদিকে, এই মামলায় সিবিআই এখনও কাউকে গ্রেফতার করেনি কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
এর আগে চতুর্থ দিনের মতো আরজি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। তরুণ চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের তদন্তের দাবিতে চিকিৎসকদের বিক্ষোভের মুখে ডা. ঘোষকে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
সিবিআই আধিকারিক সূত্র জানান,, চিকিৎসকের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর সন্দীপ ঘোষের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তিনি কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং কেন তিনি বাবা-মাকে প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়েছিলেন।
প্রাক্তন অধ্যক্ষকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, ঘটনার পর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সেমিনার হলের কাছের কক্ষগুলিকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিল। গত তিন দিনে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে সন্দীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিবিআই আধিকারিকরা। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা তার মোবাইল ফোন কলের পাশাপাশি তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট তালিকাও খতিয়ে দেখছেন। এই মামলা নিয়ে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের মধ্যে, সুপ্রিম কোর্ট ১৮ আগস্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সম্ভবত মঙ্গলবার এটি শুনানির জন্য গ্রহণ করবে।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

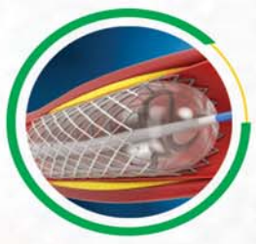

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

নাদনঘাটে রক্তাক্ত বিদেশি সন্ন্যাসী উদ্ধার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: নাদনঘাট থানার পুলিশ এক বিদেশি সন্ন্যাসীকে ভরা ভাগীরথী নদী থেকে উদ্ধার করেছে, যিনি একটি টিউবের ওপর শুয়ে ভেসে আসছিলেন। স্থানীয়রা জানান, সন্ন্যাসীর শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল, এবং রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তাকে দ্রুত কালনা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, পূর্বস্থলী এক ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জালুইডাঙ্গা গ্রামে স্থানীয়রা প্রথমে ওই সন্ন্যাসীকে দেখতে পান। তিনি নদীয়া জেলার দিক থেকে ভাগীরথী নদীর স্রোতে ভেসে আসছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও জানান, ওই ব্যক্তি বিদেশি এবং ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করছিলেন।
এই ঘটনা নিয়ে নাদনঘাট থানা ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে এবং কেন এই সন্ন্যাসী মায়াপুরের দিক থেকে টিউবের ওপর ভেসে নাদনঘাটে এলেন, তা নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। পুলিশ ঘটনার পেছনের কারণ জানার চেষ্টা করছে।

সিমপুরে রাখি বন্ধনে মন্ত্রী বেচারাম মান্না

সেখ আবদুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: সিমপুর পঞ্চায়েত সমিতি ও যুব কল্যাণ দপ্তর এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো রাখি বন্ধন উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধক উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুরের বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী মাননীয় বেচারাম মান্না এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানে শুভ সূচনা করেন এবং এই অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌভিক ঘোষাল উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য সদস্য প্রমুখ।

হাসপাতালে সম্প্রীতির বার্তা রাখি বন্ধনে

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সুন্দরবন এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে সম্প্রীতির বার্তা দিতে রাখি পরালেন কুলপির ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ছেলের সভাপতি আব্দুল রহিম মোল্লা। সোমবার যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবারে সম্প্রীতির রাখি বন্ধন উৎসবও পালন হল। অন্যদিকে পথ চলতি মানুষদের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রণব কুমার হালদার। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের হাতে রাখি বন্ধনের পাশাপাশি প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা পুলিশ প্রশাসনের হাতেও রাখি পরিয়ে দেন একলব্যের সদস্যরা। রায়দিঘিতে সম্প্রীতির রাখি বন্ধন উৎসবে মাতলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার।

ভগবানগোলায় এবার সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ভগবানগোলায় সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিল পঞ্চায়েত সদস্যা সহ ৫০ টি পরিবার। সোমবার সন্ধ্যায় ভগবানগোলা ১ ব্লকের কান্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চর পাইকমারি গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা সুরমিলা বিবি সহ ৫০ টি পরিবার তৃণমূলে যোগদান করলো। পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান তাকে কোন কাজ করতে দেয়নি, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে শামিল হতেই গ্রামের ৫০টি পরিবার নিয়ে তার তৃণমূলে যোগদান বলে দাবি পঞ্চায়েত সদস্যা সুরমিলা বিবির। ভগবানগোলা এক ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি তৃণমূলের হাতে বর্তমান। ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৩ আসনের কান্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮টি আসনে জয় লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন করে সিপিএম। অন্যদিকে ২ টি আসন পায় তৃণমূল এবং কংগ্রেস পায় ৩টি আসন। কান্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে এই নিয়ে তিনজন সিপিএম সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ৫ আসন ধরে রেখেছে সিপিএম। তৃণমূলের আসন সংখ্যা বর্তমানে ৫ টি, কংগ্রেসের তিনটি। আরো অনেকেই তৃণমূলে যোগদানের জন্য যোগাযোগ করছে বলে দাবি করেন বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার। খুব দ্রুত কান্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

মমতার দিকে আঙুল তুললে তা ভেঙে দেওয়ার হুমকি উদয়নের!

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দোষারোপ করছেন, তাদের পদত্যাগ দাবি করারর সঙ্গে সঙ্গে তাদের আঙুল ভেঙে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান মন্ত্রী উদয়ন গুহ।
এক ভিডিও বার্তায় এই হুমকি দেওয়অয় তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। আপনজন অবশ্য ভাইরাল হওয়া ভিডিও ক্লিপটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে মন্তব্য উদয়ন গুহকে বলতে শোনা যাচ্ছে, যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করছে, তার দিকে আঙুল তুলছে, তার পদত্যাগ দাবি করছে, তারা কখনই সফল হবে না। যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলছেন, তাদের ভেঙে চূর্ণ করা হবে।
উল্লেখ্য, গত ৯ অগস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার রুম থেকে এক তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। কর্তব্যরত ওই চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। এই অপরাধের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে পরের দিন একজন সিভিক পুলিশকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। উদয়ন গুহর আরও বক্তব্য, উস্কানি সত্ত্বেও আরজি কর হাসপাতালে ভাঙচুরের সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করেনি। ১৫ আগস্ট ভোরে একদল লোক হাসপাতালে ঢুকে জরুরি বিভাগ, নার্সিং স্টেশন ও ওষুধের দোকানে ভাঙচুর চালায়। অবশ্য, গত ১৩ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলার তদন্তভার কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। চিকিৎসককে সেই বর্বরোচিতধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মধ্যরাতে মহিলাদের বিক্ষোভের মধ্যেই হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে মেডিক্যাল কলেজ পড়ুয়াদের বিক্ষোভ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ১১তম দিনের মতো অব্যাহত ছিল, যার ফলে হাসপাতালের পরিষেবা অচল হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ সরকারি হাসপাতালের জরুরি ও বহির্বিভাগ এখনও বন্ধ রয়েছে, যা রোগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।
বাংলাদেশে ছাত্র অসন্তোষের সঙ্গে তুলনা টেনে গুহ বলেন, আমরা কখনোই পশ্চিমবঙ্গকে আরেকটা বাংলাদেশে পরিণত হতে দেব না। রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহর এই মন্তব্যে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। তদন্ত চলাকালীন একজন মন্ত্রী হিসেবে তিনি কীভাবে এমন শিশুসুলভ মন্তব্য করতে পারেন তা নিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জেলা ভাগের চক্রান্তের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সালার

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলা তথা বাংলা ভাগের চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক অভিনব প্রতিবাদ এর উদ্যোগ নিলো বিশ্বকোষ পরিষদ।
আজ সালার আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই রক্তদানের আয়োজন করা হয়। সংগঠন এর সম্পাদক ডঃ জাহাঙ্গীর আলী সাহেব এদিন বলেন তারা এই জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেন। এদিন এই রক্তদান শিবের উপস্থিত ছিলেন এআই ভরতপুর চক্র, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অন্যান্য গুণিজন। এদিন মুর্শিদাবাদ জেলা সিপিডিআর এর সম্পাদক বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী আবুল হাসান আল মামুনও বাংলাভাগের চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বকুলতলায় প্রতিবাদ মিছিল

মিসবাহ উদ্দিন ● নতুনহাট

আপনজন: অরজি কর হাসপাতালের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করে সোমবারের মধ্যে তা শেষ করতে হবে এবং দোষীদের ফাঁসি দেওয়ার দাবিতে জয়নগর বকুলতলা নতুনহাট থেকে প্রিয়নাথের মোড় পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিল বকুলতলা আলোর দিশা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সেক্রেটারি মোস্তাক মন্ডল ও দক্ষিণ বারাসাত কলেজের ছাত্র বনি মন্ডল ও ইনজামুল মন্ডল ও সমাজসেবক রাজু মন্ডল ও ছাত্রী আজমিরা লস্কর ও আরো ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। তারা মিছিলে দোষীর অবিলম্বে ফাঁসি চেয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

পার্কের সৌন্দর্যায়ন ও ঘটিহারানিয়া স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: ঘটিহারানিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ভিত্তি প্রস্তর শুভ উদ্বোধন। ঢাকির মুখ বাজার পার্কের সৌন্দর্য্যায়ন। ও ঢাকির ব্রিজের এপ্রোস রোড দিয়ে যান চলাচলের বিষয় নিয়ে ঝটিকা সফরে এলেন জয়নগর লোকসভার সাংসদ বিধায়ক জন প্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবীরা। এসএসএম ফান্ড এর ২ টি শ্রেণীকক্ষ ও এমপি ফান্ডএর ১ টি শ্রেণীকক্ষ।
শুভ উদ্বোধক করলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, কুলতলির বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডল, জয়নগর দুই ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক মনোজিত বসু উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মপদ মন্ডল উক্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সুব্রত মাল চুপড়িঝাড়া অঞ্চল প্রধান কণিকা ভূঁইয়া বিশিষ্ট সমাজসেবী ছালাউদ্দিন ঢালী, পবন ভূঁইয়া,অম্বর আলী মোল্লা, শম্ভু চরণ মণ্ডল, সুজা উদ্দিন মোল্লা সহ একাধিক সমাজসেবী। দীর্ঘদিন যাবত এলাকায় একাধিক সমস্যার জন্য এলাকাবাসীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল অবশেষে সাংসদ বিধায়কের হাত ধরে এই সমস্ত এলাকাগুলি নব রূপে সজ্জিত হচ্ছে ।
আজ এলাকায় মানুষজনের কাজ থেকে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তাদের কথা দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়া এই সমস্ত এলাকাগুলি উন্নয়নের দিকে নজর দেওয়ায় আমরা আর্থ সামাজিক দিক থেকে অনেক এগিয়ে যেতে পারবো মহিউদ্দিন মোল্লা শহিদুল বৈদ্য শফিউল্লাহ মোল্লা তফিক বৈদ্যের কথায়।

স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় অপমানে অ্যাসিড খেয়ে আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: আরজিকর হাসপাতালে ছাত্রী মৃত্যুর রেশ এখনো দগদগে। এরই মাঝে সেই ঘটনারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটলো মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদে স্কুলের ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ। অপমানে অ্যাসিড খেয়ে আত্মঘাতী হলেন স্কুল ছাত্রী। পরিবারের অভিযোগ, তাদেরই এক নিকট আত্মীয় এই ঘটনা ঘটিয়েছে। একাধিকবার তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। শেষ অবধি অপমানে অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে ওই স্কুল ছাত্রী। মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার একটি স্কুলের নবম শ্রেণীতে পড়তো ওই ছাত্রী। মৃত ছাত্রীর বাড়ির বহরমপুরে। নির্যাতিতার বাবা জানান, মেয়ে বরাবরি খুব ভালো রেজাল্ট করত। বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছে। তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু আচমকা সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে আশা করতে পারেনি পরিবারের সদস্যরা।
বহরমপুর থানাতে লিখিত অভিযোগ দায়েরের পর মালদা থেকে অভিযুক্ত দয়াময় দাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে বহরমপুরে। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি সারা দেশ যখন আরজিকর হাসপাতালের পড়ুয়া তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে সেই সময় এই ছাত্রীর এই আত্মহত্যার ঘটনা নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে মুর্শিদাবাদে।

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে রাসাখোয়ার পদযাত্রায় জনস্রোত

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী

আপনজন: কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনায় যুক্ত দোষীদের শাস্তির দাবিতে আজ উত্তর দিনাজপুরের রাসাখোয়া এলাকায় এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত হয়। এই মিছিলটি ছিল পুরোপুরি অরাজনৈতিক এবং এতে ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, পুরুষ-মহিলা সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।
রাসাখোয়া গার্লস স্কুল থেকে মিছিলের সূচনা হয়, যা শিলিগুড়ি মোড় হয়ে রাসাখোয়া বাজার পেরিয়ে গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা "দোষীদের শাস্তি চাই", "ন্যায়বিচার নিশ্চিত হোক" ইত্যাদি স্লোগান তুলে এলাকার মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেন।
মিছিলকারীরা জানান, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিরুদ্ধে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ অত্যন্ত জরুরি। তারা বলেন, প্রশাসনকে এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং দোষীদের শাস্তি দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।
মিছিল শেষে গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তারা এই ঘটনার উপর আলোকপাত করেন এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এই ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।
এই প্রতিবাদ মিছিল রাসাখোয়া সহ পুরো উত্তর দিনাজপুরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং তারা আশা প্রকাশ করেন যে, প্রশাসন তাদের দাবি মেনে নিয়ে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

ডাক বিভাগের পোস্টকার্ডে শান্তিনিকেতন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: শান্তিনিকেতন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের জায়গা পেয়েছে। তাই শান্তিনিকেতনকে নিয়ে রাখি বন্ধনের দিন বিশেষ কভার ও পোস্ট কার্ড প্রকাশিত করল ভারতীয় ডাক বিভাগ।
ভারতীয় ডাক বিভাগ ৮ টি বাড়ির ছবি দিয়ে পোস্ট কার্ড প্রকাশিত হয়। এছাড়া ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শান্তিনিকেতন শীর্ষ একটি স্থায়ী স্ট্যাম্প তৈরি হল যা শান্তিনিকেতন ডাকঘরে প্রতিদিন ব্যবহার হবে। এদিন এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনের লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে।
এদিন এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য পোস্টমাস্টার জেনারেল নীরজ কুমার, কলকাতা জনের পোস্টমাস্টার জেনারেল অশোক কুমার, বিশ্বভারতী তরফের রবীন্দ্রনাথের আধিকারিক অধ্যাপক অমল পাল, হেরিটেজ কমিটি বিশ্বভারতী সদস্য সাথী গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

ডাক্তার হত্যার নিন্দায় ইমাম মুয়াজ্জিনরা

জাকির সেখ ● সাগরদিঘি

আপনজন: অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন এন্ড চেরিটেবল টাস্ট সাগরদিঘী ব্লক কমিটির উদ্যোগে বিডিও অফিসের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সম্মেলন। সভা পরিচালনা করেন ব্লক ইমাম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহমাদ রেজা। এদিনের সম্মেলনে বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্কুল ছুটদের স্কুলে ফিরানো, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর আলোচনা করা হয়।
এছাড়াও আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ কান্ডে জড়িত প্রকৃত দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলা হয় ইমামা মুয়াজ্জিনদের পক্ষ থেকে।
সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য ইমাম সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, পুরোহিত প্রদীপ চক্রবর্তী, সাগরদিঘী থানার ওসি বিজনরাই, জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা মাইনরিটি সেলের সভাপতি হাবিবুল্লাহ সেখ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান, ব্লক ইমাম সংগঠনের সভাপতি আব্দুল হাকিম সেখ, ক্যাশিয়ার আব্দুস শুকুর, জনাব হাবিবুল্লাহ সেখ প্রমুখ।

আরজি করের তদন্তে এলেন হাথরসের তদন্তকারী অফিসার

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আরজিকর কাণ্ডের তদন্তভার দেওয়া হল হাথরসের তদন্তকারী অফিসার সীমা পাহুজা। সিবিআইয়ের ডিএসপি পদের ওই অফিসার হাথরসের তদন্তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তদন্তে অগ্রগতি তিনি এনেছিলেন। রহস্য উন্মোচন করতে এবং অপরাধীদের ধরতে ওই মহিলা ডিএসপি' র ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আরজিকর কাণ্ডে তদন্তে দিল্লি থেকে যে অফিসাররা এসেছেন তারা তদন্তভার নেওয়ার পর ৯৬ ঘন্টার বেশি সময় কেটে গিয়েছে। আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষকে টানা চার দিন ধরে জেরা করছে সি বি আই টিম। আর জি কর হাসপাতালের স্পটে থ্রিডি কেনার মেশিন নিয়ে দুদিন ধরে একটানা তদন্ত চালিয়েছে তারা। কিন্তু তদন্তভার জোরদার হলেও এখনো পর্যন্ত সিবিআই কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি। তাই তদন্তে অগ্রগতি আনতে এবং অপরাধীদের নাগাল পেতে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে পড়ুয়া তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তভার দেওয়া হল হাথরসের তদন্তকারী অফিসার সীমা পাহুজাকে। আর জি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা তরুণী ডাক্তারের ওপর পাশবিক অত্যাচারের ঘটনায় সিবিআই এর দুইজনের প্রতিনিধি দল সোমবার নির্যাতিতার বাড়িতে যান ।
অপরদিকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে আরজি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষকে সোমবার সকালে ফের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে সিবিআই। অপর একটি টিম পৌঁছে গিয়েছে আরজিকর হাসপাতালে। সেখানে তারা বিভিন্ন স্পট ঘুরে তথ্য অনুসন্ধান করছেন। এদিকে সিবিআই তদন্তবার নেওয়ার পর কেন ৪ সিট গঠন করতে পারল না ও কেউ কেনো গ্রেপ্তার হল না সে নিয়ে সুর চড়াতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বীরভূমের তৃণমূল নেতা কাজল শেখ জানিয়ে দিয়েছে সিবিআই যদি এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে না পারে তাহলে সিবিআই দপ্তর ঘেরাও করা হবে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন।

পথনাটিকার মাধ্যমে তরুণীদের প্রতিবাদ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: আর জি কর এর ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। প্রতিটি জেলা,ব্লক, পৌরসভা,পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে এখন গ্রামগঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে তরুনী চিকিৎসক খুনের প্রতিবাদের ঢেউ। সকল প্রতিবাদ থেকে একটা আওয়াজ ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় জড়িতদের কঠোরভাবে শাস্তি চাই। হাড়হিম করা নৃশংস ঘটনা। সেই খুনিদের শাস্তি চাই- ফাঁসি চাই।এই শ্লোগানে ছাত্র সমাজ থেকে শুরু করে বাড়ির মহিলারা পর্যন্ত প্রতিটি জায়গায় মিছিলে পা মিলিয়েছেন।মিছিল, পথসভা,কর্মবিরতি, পথ অবরোধ,বিক্ষোভ ইত্যাদি ভাবে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গেছে।এবার পথনাটিকার মাধ্যমে এবং অভিনব ভাবনায় মল্লারপুরের পথে নেমে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে দেখা যায় যুবসমাজকে। উল্লেখ্য আজ অর্থাৎ সোমবার বৈকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত মল্লারপুর বাহিনা মোড় থেকে মল্লারপুর পুরো বাজার পদযাত্রা করে প্রতিবাদে নামলো যুবসমাজ। কয়েক হাজার যুবক-যুবতীদের উপস্থিতিতে মল্লারপুরের রাজপথ গর্জে উঠলো। তবে এই পদযাত্রা চলার মাঝেই মল্লারপুরের রাস্তায় পথনাটিকার মাধ্যমে আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার নৃশংসভাবে খুনের প্রতিবাদ জানালো যুবতীরা। মল্লারপুরে আজ কয়েক হাজার যুবক যুবতীদের উপস্থিতিতে এই প্রতিবাদ মিছিল সরগরম হয়ে ওঠে বলে জানা যায়।

প্রথম নজর

ফিলিপাইনে ফের এমপক্স রোগী শনাক্ত

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনে গত বছরের ডিসেম্বরের পর থেকে প্রথমবারের মতো একজন এমপক্স রোগী শনাক্ত হয়েছে। তবে এই রোগী এমপক্সের কোন ধরনে আক্রান্ত হয়েছেন তা এখনও জানা যায়নি।

সোমবার (১৯ আগস্ট) দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এটি নিশ্চিত হতে পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।

ফিলিপাইনের স্বাস্থ্য বিভাগ (ডিওএইচ) জানিয়েছে, রোগী ৩৩ বছর বয়সী একজন ফিলিপিনো, ফিলিপাইনের বাইরে কোথাও ভ্রমণের ইতিহাস নেই তার।

গত বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এমপক্সকে দুই বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বারে মতো বৈশ্বিক জরুরি স্বাস্থ্য অবস্থা ঘোষণা করেছে। ডব্লিউএইচওর সর্বোচ্চ সতর্ক ব্যবস্থা হচ্ছে 'বৈশ্বিক জরুরি স্বাস্থ্য অবস্থা'। ভাইরাসজনিত এ সংক্রমণ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর (ডিআরসি) পর প্রতিবেশী দেশগুলোতেও ছড়ানোর পর এ সতর্কতা জারি করে ডব্লিউএইচও।

আগে মাংকিপক্স হিসেবে পরিচিত অত্যন্ত সংক্রামক এই রোগের প্রাথমিক প্রাদুর্ভাব চলাকালে ডিআরসিতে অন্তত ৪৫০ জনের মৃত্যু হয়।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, এই ভাইরাসের নতুন একটি ধরন নিয়মিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের মাধ্যমে সহজে ছড়াতে থাকায় বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

সুইডেনে শনাক্ত হওয়া এমপক্সের একজন রোগী ভাইরাসের নতুন ধরনটিতে আক্রান্ত বলে বৃহস্পতিবার নিশ্চিত হয়েছে। আক্রান্ত ওই ব্যক্তি সম্প্রতি আফ্রিকার কোনও একটি অঞ্চলে ছিলেন, সেখানেই তিনি আক্রান্ত হন। আফ্রিকার ওই অঞ্চলে সম্প্রতি এমপক্সের অনেক প্রাণঘাতী ধরন ক্লেইড ১ ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের বাইরে রোগটি ছড়াচ্ছে, ইউরোপ থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়ার পরদিন শুক্রবার পাকিস্তানে একজন এমপক্স রোগী শনাক্ত হয়। এই ব্যক্তি মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ থেকে দেশে ফিরে ছিলেন। তবে তিনি ভাইরাসটির কোনো ধরনে আক্রান্ত হয়েছেন তা জানা যায়নি।

ফিলিপাইনের নতুন রোগী দেশটিতে পরীক্ষার মাধ্যমে সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়া দশম রোগী। দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ ২০২২ সালের জুলাইতে তাদের প্রথম এমপক্স রোগী শনাক্ত করেছিল।

কর্মীকে অপরহরণ, লিবিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংকে কাজ বন্ধ

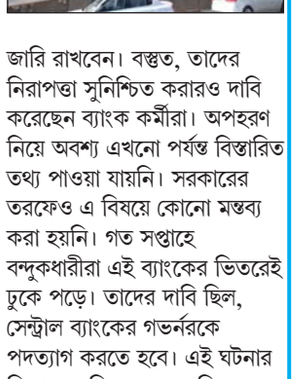

আপনজন ডেস্ক: লিবিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংকের তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগের প্রধানকে অপহরণ করেছে এক অজ্ঞাত গোষ্ঠী। এর জেরে ব্যাংকটির কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

খবরে বলা হয়েছে, লিবিয়ায় একাধিক সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলছে। গত সপ্তাহেও এমন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তারই মধ্যে রোববার সকালে সেন্ট্রাল ব্যাংকের তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান মুসাব মসাল্লেমকে অপহরণ করা হয়। ব্যাংকের তরফে জানানো হয়েছে, কারা অপহরণ করেছে, তা স্পষ্ট নয়। তবে যে গোষ্ঠী এ কাজ করেছে, তারা ব্যাংকের অন্য কর্মীদেরও অপহরণের হুমকি দিয়েছে। এরই প্রতিবাদে ব্যাংকের সমস্ত কাজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাংকের তরফে জানানো হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত মসাল্লেম মুক্তি পাচ্ছএন, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কর্মবিরতি জারি রাখবেন। বস্তুত, তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করারও দাবি করেছেন ব্যাংক কর্মীরা। অপহরণ নিয়ে অবশ্য এখনো পর্যন্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। সরকারের তরফেও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। গত সপ্তাহে বন্দুকধারীরা এই ব্যাংকের ভিতরেই ঢুকে পড়ে। তাদের দাবি ছিল, সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নরকে পদত্যাগ করতে হবে। এই ঘটনার নিন্দা করেছিলেন অ্যামেরিকার রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেছিলেন, গভর্নর পদত্যাগ করলে অ্যামেরিকা আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে লিবিয়ার অর্থনীতির যোগ ছিন্ন করে দেবে। লিবিয়ায় এখন কার্যত দুইটি সরকার চলছে। একদিকে রাজধানী ত্রিপোলিতে শাসন করছে জাতিসংঘের সাহায্যপুষ্ট সরকার।

ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রির প্রতিবাদে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র কর্মকর্তার পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: টানা ১০ মাসেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি হামলায় একপ্রকার নীরব সমর্থন দিয়ে এসেছেন যুক্তরাজ্য। সেইসঙ্গে ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রিও অব্যাহত রেখেছে দেশটি। এমন পরিস্থিতিতে সেখানে অস্ত্র বিক্রির প্রতিবাদ জানিয়ে পদত্যাগ করেছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরের একজন কর্মকর্তা।

সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ইসরায়েলের কাছে অস্ত্র বিক্রির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তা মার্ক স্মিথ। সন্ত্রাস দমনে কাজ করা এই কর্মকর্তা বলেছেন, যুক্তরাজ্য সরকার 'যুদ্ধাপরাধে জড়িত থাকতে পারে'।

মার্ক স্মিথ ডাবলিনের ব্রিটিশ দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। তার পদত্যাগের বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে যুক্তরাজ্যের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)। তবে সরকার আন্তর্জাতিক আইন সমুন্নত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এফসিডিও'র পক্ষ থেকে।

মার্ক স্মিথের পদত্যাগের ইমেইলটি সরকারি কর্মকর্তা, দূতাবাস কর্মী এবং পররাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রীদের বিশেষ উপদেষ্টাসহ অনেকের কাছে পাঠানো হয়েছে।

পদত্যাগের ইমেইলে মার্ক স্মিথ উল্লেখ করেন, তিনি পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সরকারের অস্ত্র রফতানি লাইসেন্সিং মূল্যায়নে কাজ করেছেন।

তিনি বলেন, ইসরায়েলি সরকার ও সেনাবাহিনীর সিনিয়র সদস্যরা প্রকাশ্য গণহত্যার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে, ইসরায়েলি সেনারা ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক সম্পত্তি পোড়ানো, ধ্বংস এবং লুট করার ভিডিও তুলেছে।

তিনি আরো বলেছেন, সকল রাস্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, মানবিক সহায়তা অবরুদ্ধ করা হচ্ছে এবং বেসামরিক নাগরিকদের নিয়মিতভাবে পালিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো নিরাপদ জায়গা নেই। রেড ক্রিসেন্টের অ্যাম্বুলেন্সে হামলা হয়েছে, স্কুল-হাসপাতালগুলোতে নিয়মিত হামলা করা হচ্ছে। এগুলো যুদ্ধাপরাধ।

যুদ্ধ ঘোষণা করতে সৌদি বাদশাহর স্বাক্ষর জাল করেছিলেন ক্রাউন প্রিন্স

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের প্রভাবশালী ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ইয়েমেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে নিজের বাবা বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজের স্বাক্ষর জাল করেছিলেন।

সোমবার (১৯ আগস্ট) সংবাদমাধ্যম বিবিসি'তে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে এমন দাবি করেছেন সাবেক সৌদি কর্মকর্তা সাদ আল-জাবরি।

সাক্ষাৎকারে আল-জাবরি বলেছেন, বাদশাহ সালমানের পরিবর্তে ক্রাউন প্রিন্স নিজে রাজ আদেশে স্বাক্ষর করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কর্মকর্তা তা নিশ্চিত করেছেন। সামরিক হস্তক্ষেপ অনুমোদন করে রাজ আদেশ থাকার বিষয়টি জানতে পেরে আমরা হতবাক হয়েছিলাম।'

২০১৫ সালের শুরুর দিকে হুথি বিদ্রোহীদের হামলার মুখে সৌদি-সমর্থিত ইয়েমেনের ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আব্দ রাব্বু মনসুর আল হাদি ক্ষমতা ছেড়ে সৌদি আরবে পালিয়ে যান। তখন ক্ষমতাচ্যুত এই প্রেসিডেন্টকে ফেরাতে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট ইয়েমেনে হুথিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। সৌদি গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক এই কর্মকর্তা বর্তমানে কানাডায় নির্বাসনে আছেন। তার সন্তানদের কারাবন্দি করাকে কেন্দ্র করে দেশের সঙ্গে তার বহু বছর ধরেই তিক্ত সম্পর্ক চলছে। তাকে দেশে ফিরিয়ে নেয়ার কৌশল হিসেবেই সন্তানদের আটক করা হয়েছে বলে মনে করেন আল-জাবরি। তিনি বিবিসিকে আরো বলেন, 'ক্রাউন প্রিন্স নিজের বাবার স্বাক্ষর জাল করেছিলেন। বাদশাহর মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয়ে অবনতি হচ্ছিল।'

গুরুতর এ অভিযোগের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি সৌদি আরব। দেশটি তাকে একজন 'নিন্দিত সাবেক সরকারি কর্মকর্তা' বলে অভিহিত করেছে।

আল-জাবরির অভিযোগ যখন এলো, ক্রাউন প্রিন্স সালমান ততদিনে দেশটির ডি-ফ্যাক্টো শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাকে সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ক্রাউন প্রিন্স হওয়ার পর থেকেই তাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারার সামান্য সম্ভাবনাকে তিনি কঠোর হাতে দমন করে আসছেন।

ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হুথিদের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৫০ হাজারের বেশি প্রাণহানি হয়েছে, যা বিশ্বের ভয়াবহতম মানবিক বিপর্যয়ের একটি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যুদ্ধ শুরুর সময়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদে ছিলেন ক্রাউন প্রিন্স সালমান।

গাজায় যুদ্ধের শুরুর পর ফিলিস্তিনিদের সমর্থন ও সংহতি জানিয়ে ইসরায়েলকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে হুথিরা লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক নৌযানে হামলা চালিয়ে আসছে।

পূর্ব নাইজেরিয়ায় ২০জন মেডিক্যাল শিক্ষার্থীকে অপহরণ

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব নাইজেরিয়ায় একটি বার্ষিক সম্মেলনে যাওয়ার পথে ২০ জন মেডিক্যাল শিক্ষার্থীকে অপহরণ করা হয়েছে। ওটুকপো শহরের কাছে রাস্তা থেকে ওই শিক্ষার্থীদের অপহরণ করা হয়। এনুগু থেকে ১৫০ কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে অবস্থিত ওই পথে নিয়মিত হামলা ও অপহরণের ঘটনা ঘটে থাকে।

দ্য ফেডারেশন অব ক্যাথলিক মেডিক্যাল অ্যান্ড ডেন্টালের এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এনুগু শহরে আয়োজিত এক সমাবর্তনে অংশ নেয়ার সময় তাদের অপহরণ করা হয়।

নাইজেরিয়ান মেডিক্যাল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ফরচুন ওলায়ে বলেন, মাইদুগুরি এবং জোস বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ জন শিক্ষার্থী এবং তাদের সঙ্গে থাকা এক চিকিৎসককে অপহরণ করা হয়েছে। অপহৃত শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিতে মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে। অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বেনু রাজ্যের পুলিশের জনসংযোগ কর্মকর্তা ক্যাথরিন অ্যানেন। ওই রাজ্য থেকেই শিক্ষার্থীদের অপহরণ করা হয়। বেনু রাজ্যের গভর্নর হায়াসিন্থ আলিয়া এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি রাজ্যের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ মুক্তি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন। জাতীয় পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তারা উন্নত হেলিকপ্টার এবং ড্রোন মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে। সেইসাথে অনুসন্ধানের সুবিধার্থে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপদে ফিরে আসার জন্য বিশেষ কৌশলগত যানবাহন ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নাইজেরিয়ায় গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অপহরণের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু অনেক ঘটনাই নথিভুক্ত না হওয়ায় প্রকৃত ঘটনা জানা সম্ভব হয় না।

ইলন মাস্ককে নিজ দেশে আমন্ত্রণ জানালেন চেচেন নেতা কাদিরভ

আপনজন ডেস্ক: ইলেক্ট্রিক গাড়ি নির্মাণ প্রতিষ্ঠান-টেসলার সিইও ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের মালিক ইলন মাস্ককে নিজ দেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রের শীর্ষ নেতা রমজান কাদিরভ। শনিবার (১৮ আগস্ট) অনলাইনে প্রকাশিত ভিডিওতে মাস্কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা যায় তাকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে নিজের চ্যানেলে প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা যায়, রাজধানী গ্রজনিতে মেশিনগান স্থাপিত একটি সাইবারট্রাক চালাচ্ছেন কাদিরভ। ভিডিওর সাথে একটি পোস্টে মাস্ককে নিজের 'প্রিয় অতিথি' হিসেবে গ্রজনিতে আপ্যায়ন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।

কাদিরভ বলেন, 'আমি ইলন মাস্ককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ মেধাবী ও বিশেষজ্ঞ। এক মহান মানুষ।' তিনি আরো বলেন, 'গ্রজনিতে মাস্কের আগমনে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আপত্তি করবে না বলেই আমি মনে করি।' ইউক্রেনে যুদ্ধরত রুশ বাহিনীকে সাইবারট্রাকটি উপহার দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন কাদিরভ। নিজের বাহনটিকে 'নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম সেরা' উল্লেখ করে বলেন, 'বাহনটি রুশ বাহিনীর অনেক কাজে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।' ভ্লাদিমির পুতিনের একজন বিশিষ্ট মিত্র ও সমর্থক হচ্ছেন রমজান কাদিরভ।

মানবাধিকার ভঙ্গের অভিযোগে তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কাদিরভ সাইবারট্রাকটি মাস্কের কাছ থেকে পাওয়ার দাবি করেছেন। তবে টেসলার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। ২০১৯ সালে টেসলা তার সাইবারট্রাক জনসম্মুখে আনে। গত বছর এটি বাজারে আসে। এখন পর্যন্ত উত্তর আমেরিকাতেই এর বিক্রি সীমাবদ্ধ। তবে ২০২৫ সাল নাগাদ অন্যান্য মহাদেশেও বাহনটি বাজারজাত শুরু হতে পারে বলে চলতি বছরের শুরুতে ইলন মাস্ক জানিয়েছিলেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চীন-ফিলিপাইনের জাহাজের মধ্যে সংঘর্ষ

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ চীন সাগরের জলসীমায় ফিলিপাইনের একটি জাহাজ চীনের সতর্কতা বারবার উপেক্ষা করে ইচ্ছাকৃতভাবে চীনা জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে চীনের কোস্ট গার্ড। তবে চীন এবং ফিলিপাইন এ ঘটনার জন্য একে অপরকে দায়ী করেছে।

সোমবার (১৯ আগস্ট) স্থানীয় সময় ভোর ৩টা ২৪ মিনিটের দিকে সংঘর্ষটি ঘটে।

সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে চীনের কোস্ট গার্ড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও পোস্ট করেছে। ভিডিওতে ক্ষতিগ্রস্ত একটি চীনা জাহাজকে কোস্ট গার্ডের জাহাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চীনের সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিভাগের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ফিলিপাইনের ওই জাহাজটি সাবিনা শোলের জলের দিকে প্রবেশের চেষ্টা করলেও তা আটকানো হয়। এরপর এটি সেকেন্ড থমাস শোলের কাছে চলে যায়।

চীনা কোস্ট গার্ডের মুখপাত্র গান ইউ অভিযোগ করেন, ফিলিপাইনের দুটি কোস্ট গার্ড জাহাজ বেআইনিভাবে সাবিনা শোলের জলসীমায় প্রবেশ করে। তিনি বলেন, ফিলিপাইন বারবার উস্কানি দিয়েছে এবং চীন ও ফিলিপাইনের মধ্যে অস্থায়ী চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। ফিলিপাইনের কোস্ট গার্ডের একজন মুখপাত্র তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। চীনের কোস্ট গার্ড সতর্ক করে বলেছে, ফিলিপাইনকে তাদের উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় তারা সমস্ত পরিণতির জন্য দায়ী থাকবে। বেইজিং তার প্রতিবেশীদের উপকূলের কাছাকাছি পানি, দ্বীপসহ দক্ষিণ চীন সাগরের অধিকাংশ অংশ নিজের বলে দাবি করে। এর মাধ্যমে তারা একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে।

ট্রাইব্যুনাল অনুসারে, তাদের এ দাবির কোনো আইনি ভিত্তি নেই। চীন পানিতে টহল দিতে জাহাজ মোতায়েন করে এবং তার অবস্থানকে শক্তিশালী করতে কৃত্রিম দ্বীপ ও সামরিক স্থাপনা তৈরি করেছে। এ নৌপথে বার্ষিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের নৌ বাণিজ্য হয়ে থাকে। তবে এ নৌপথে ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাইয়ের মালিকানা রয়েছে। ২০১৬ সালে স্থায়ী সালিশি আদালত জানায় যে, চীনের এ দাবির কোনো ভিত্তি নেই।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১০ মি.

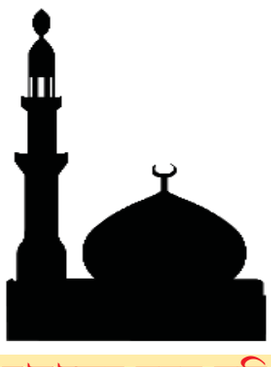

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫১	৫.১৪
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.১৩	
মাগরিব	৬.১০	
এশা	৭.২৩	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

আজারবাইজান সফরে পুতিন, দুশ্চিন্তায় ইউরোপ

আপনজন ডেস্ক: সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশ আজারবাইজান সফরে গেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ইউরোশিয়ার দেশটিতে গত ৬ বছরের মধ্যে এটি পুতিনের প্রথম সফর। এদিকে পুতিনের দুই দিনের এই রাষ্ট্রীয় সফরে বেশ চিন্তায় পড়ে গেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বিশেষ করে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির চোখের ঘুম চলে গেছে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানে কলেরার প্রাদুর্ভাব, ২২ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকান দেশ সুদানে প্রাণঘাতী রোগ কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। গত কয়েকদিনে দেশটিতে কলেরায় অন্তত ২২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়ে পড়েছে আরো শতাধিক মানুষ। রোববার দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাইথাম মোহাম্মদ ইব্রাহিম এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। সুদানের এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কলেরায় গত কয়েক সপ্তাহে অন্তত ২২ জন মারা গেছেন এবং ৩৫৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, চলতি বছর ২৮ জুলাই পর্যন্ত সুদানে কলেরায় ৭৮ জনের মৃত্যু রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া ১ জানুয়ারি থেকে ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন আরো ২ হাজার ৪০০ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, কলেরা একটি দ্রুত বিকাশমান, অত্যন্ত সংক্রামক রোগ যা ডায়রিয়ার কারণ হয়, যার ফলে মারাত্মক ডিহাইড্রেশন এবং চিকিৎসা না করা হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্ভাব্য মৃত্যু হতে পারে। এটি দূষিত খাবার বা পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সুদানে গত বছরের এপ্রিল থেকে সামরিক বাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যে কলেরার প্রাদুর্ভাব সুদানের জন্য সর্বশেষ বিপর্যয়। সামরিক এবং আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যেকার সংঘাত রাজধানী খার্তুম এবং অন্যান্য শহরাঞ্চলকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছে, বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে।

ইউক্রেন সীমান্তে এক-তৃতীয়াংশ সেনা মোতায়েন করেছে বেলারুশ

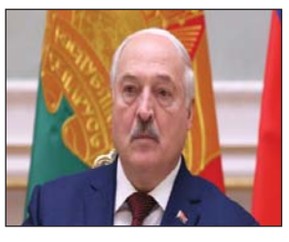

আপনজন ডেস্ক: বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কো বলেছেন, তার দেশের সীমান্তে ইউক্রেন ১ লাখ ২০ হাজারেরও বেশি সেনা মোতায়েন করেছে। এর জবাবে বেলারুশও ইউক্রেন সীমান্তজুড়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সেনা মোতায়েন করেছে। তবে ঠিক কত সেনা মোতায়েন করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি লুকাশেঙ্কো।

২০২২ সালের 'ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ' এর তথ্যানুযায়ী, বেলারুশের পেশাদার সেনা সংখ্যা প্রায় ৪৮ হাজার এবং প্রায় ১২ হাজার সীমান্তরক্ষী সেনা রয়েছে। লুকাশেঙ্কো বলেন, ইউক্রেনের আগ্রাসী নীতি দেখে আমরা সীমান্তে শক্তি বাড়িয়েছি। সীমান্তজুড়ে আমাদের সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছি। যুদ্ধ হলে প্রতিরক্ষায় তারা কাজ করবে।

বেলারুশের প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার একটি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেছেন বলে জানিয়েছে বেলারুশের বেল্টা নিউজ। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করেনি। তবে শনিবার কিয়েভ জানিয়েছিল, সীমান্তে বেলারুশের মোতায়েন করা সেনার কোনো উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি তাদের চোখে পড়েনি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র লুকাশেঙ্কো ইউক্রেনীয় সেনাদের রুশ ভূখণ্ডে অভিযানের প্রেক্ষিতে সেনা মোতায়েন নিয়ে ওইসব কথা বলেন।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২২৫ সংখ্যা, ৪ ভাদ্র ১৪৩১, ১৪ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

‘শান্তি’

‘শান্তি’ শব্দটি সকলের নিকট প্রিয়, সকলের আরাধ্য। তবু শান্তি যেন অধরা। আভিধানিক অর্থে শান্তি হইল এমন পরিস্থিতি, যেইখানে নাই কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। চিত্ত যেইখানে ভয়হীন। যেইখানে নাই কোনো উৎপাত, উপদ্রব, বৈষম্য, জুলুম ও অত্যাচার; কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর মানুষ কি শান্তিতে আছে, না শান্তিতে থাকিতে পারিতেছে? যুদ্ধবিগ্রহ ও গোলযোগ কমবেশি সকলখানেই আছে। দুই বৎসরের অধিককাল ধরিয়া ইউক্রেন অশান্ত। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া দেশে দেশে অশান্তি এখনো দূর হয় নাই। ইউরোপের দেশসমূহ এখনো তটস্থ। ইহারই মধ্যে গত কয়েক মাস ধরিয়া ফিলিস্তিনের গাজায় চলিতেছে ধ্বংসযজ্ঞ। গণহত্যার পাশাপাশি চলিতেছে নারকীয় তাণ্ডবলীলা। এখন গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া পুরা মধ্যপ্রাচ্য অস্থির। ইরান, ইয়েমেন, লেবাননসহ বিভিন্ন দেশে কেবলই বাড়িতেছে টেনশন। অনেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলের আশঙ্কা করিতেছেন। বিশ্বযুদ্ধে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি ও মানবতার আহাজারি তৈরি হয়, তাহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা হইতেই আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি। এই জন্য বিশ্বের বহুমেরুকরণের যুগে সুসংহত বিশ্বব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে সর্বত্র অরাজকতা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বশান্তি অথবা ব্যক্তিগত বা সামাজিক শান্তি যেন সুদূর পরাহত।

মানুষ সামাজিক জীব। এই জন্য শুধু নিজে শান্তিতে থাকিবার কোনো মানে হয় না। সকলকে লইয়াই আমাদের শান্তির অন্বেষণ করিতে হইবে। এমনকি পাড়া-প্রতিবেশী যেমন, তেমনি বিভিন্ন দেশের মধ্যেও শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। নতুবা আমরা কেহই শেষ পর্যন্ত শান্তিতে থাকিতে পারিব না। শুধু যুদ্ধবিগ্রহ, নির্যাতন-নিপীড়ন, বৈষম্য ও শোষণ-অপশাসনই নহে, ক্ষুধা-দারিদ্র্য থাকিলেও আমরা শান্তিতে ঘুমাইতে পারিব না। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং ভূরাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ভারসাম্যতা প্রভৃতির উপরও নির্ভর করে শান্তি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে শান্তি, একতা, সমঝোতা ও মিত্রতা প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে বিশ্বশান্তি ধারণাটি বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ববাসী অনুধাবন করিতে পারেন দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হানাহানি, যুদ্ধ প্রভৃতি শান্তি ও সমৃদ্ধির অন্তরায়। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থা গঠিত হইলেও সমগ্র বিশ্বে প্রত্যাশিত শান্তি এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বরং সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এখন আমরা দেখিতে পাই সংঘাত-সংঘর্ষ ও অসহিষ্ণুতা। আবার ইহার পাশাপাশি আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কারণে অসংখ্য মানুষ মারা যাইতেছে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া। পারস্পরিক সহিষ্ণুতার অভাবে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর উপর, এক দেশ অন্য দেশের উপর আক্রমণ করিতেছে। ইহাতে বিঘ্নিত হইতেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা।

বিস্ময়কর হইলেও সত্য যে, যাহারা অশান্তি সৃষ্টিকারী, তাহারাও মাঝেমধ্যে শান্তি স্থাপনের কথাই বলেন। এমনকি শান্তির নামে অশান্তি সৃষ্টি করিবার তৎপরতাও কম নহে। অথচ সকল ধর্মের মূল শিক্ষাই হইল শান্তি। যেমন-ইসলাম শব্দটি আসিয়াছে মূল ‘সালমুন’ শব্দ হইতে। যাহার অর্থ শান্তি, আপস বা বিরোধ পরিহার। মহানবি হজরত মুহাম্মদ (স.) মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত করিয়া যে ‘মদিনা সনদ’ রচনা করেন, তাহার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিবদমান নানা ধর্ম, জাতি, গোত্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ দূর করিয়া ন্যায়-নীতি ও শান্তির সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ‘আসসালামু আলাইকুম’- এই ইসলামি সম্ভাষণের অর্থ হইল ‘আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক’। বৌদ্ধদের দার্শনিক মতবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হইল, দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া শান্তি লাভ করা। হিন্দুশাস্ত্রেও আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও মানসিক শান্তির উপর গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। বহুল উচ্চারিত মন্ত্র ‘ওম শান্তি’র অর্থ হইল’ হে ঈশ্বর, আত্মজ্ঞান লাভের সকল বাধাবিঘ্ন দূর করুন’। এইভাবে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের অশান্তি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। এই জন্য জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক, এমন কামনা করা হয়। তাহা হইলে কেন এত অশান্তি, অবিশ্বাস, সন্দেহ-সংশয়, বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষ? এইভাবে আমরা কি মহা আরাধ্য শান্তির দেখা পাইব? সকলের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা এবং আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত না থাকিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট কি আমরা একটি বাসযোগ্য পৃথিবী রাখিয়া যাইতে পারিব? ইহাই আজিকার বড় প্রশ্ন।

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

কেন থামছে না পশ্চিমবঙ্গের গণ-আন্দোলন

শেখ হাসিনা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু পরিসংখ্যানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে একটা জায়গায় দুজনেরই অসম্ভব মিল। দুজনেই আগের নির্বাচনে মোটামুটি ৭৪ শতাংশ আসন পেয়েছেন। হাসিনা জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে পেয়েছেন ২২৪, আর মমতা ২০২১-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪-এর মধ্যে ২১৫। অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ দুই জায়গাতেই দুই ‘সম্রাজ্ঞীর’ ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। মমতার এখনো আছে, কিন্তু টলোমলো ভাবটা আর নজর এড়াচ্ছে না। লিখেছেন **শুভজিৎ বাগচী**

শেখ হাসিনা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু পরিসংখ্যানের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে একটা জায়গায় দুজনেরই অসম্ভব মিল। দুজনেই আগের নির্বাচনে মোটামুটি ৭৪ শতাংশ আসন পেয়েছেন। হাসিনা জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে পেয়েছেন ২২৪, আর মমতা ২০২১-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪-এর মধ্যে ২১৫। অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ দুই জায়গাতেই দুই ‘সম্রাজ্ঞীর’ ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। মমতার এখনো আছে, কিন্তু টলোমলো ভাবটা আর নজর এড়াচ্ছে না।

অথচ নির্বাচনের নিরিখে দুজনেরই কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় ছিল না। মমতার কিছুটা থাকলেও, হাসিনার একেবারেই ছিল না। কিন্তু দুজনেই যে ভুলটা করেছিলেন, সেটা একটি বাক্যে ৫০০ বছর আগে ব্যাখ্যা করেছেন নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। জুলিয়াস সিজারকে হত্যার আগে তাঁর সহযোগী ব্রুটাস বলেছিলেন, ‘অ্যাবিউজ অব গ্রেটনেস ইজ হোয়েন ইট ডিসজয়েনস রিমোর্স ফ্রম পাওয়ার’—মহত্ত্বের বা মহানুভবতার পতন তখনই হয়, যখন শাসকের ক্ষমতার মধ্যে কোনো অনুশোচনার বোধ থাকে না।

ক্ষমতার মধ্যে একটা ‘রিমোর্স’ বা ভুলভ্রান্তির কারণে মাথা নত করার বোধ অন্তর্হিত হওয়ার কারণে সিজারের মৃত্যু হয়, কাউকে হেলিকপ্টার ধরে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে হয়, আর কারও সিংহাসন হঠাৎই টলমল করতে থাকে, যেমন কয়েক দিন ধরে করছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর। এই আলোচনা তাঁকে নিয়েই।

অর্ধশতক ধরে রাজনীতি করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এমন কথা বলা যাবে না যে স্তাবক পরিবৃত হয়ে থাকার কারণে মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় যেকোনো ক্ষমতাবান মানুষই স্তাবক পরিবৃত হয়ে থাকেন, মমতা তো বটেই। কিন্তু এরপরও তিনি যখন যাবতীয় সমালোচনা উপেক্ষা করে প্রায় ৭০টি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বছরের পর বছর একটি জীর্ণ অর্থনীতিতে চালিয়ে যান, তখন ধরে নিতেই হয় যে দারিদ্র্যের অপরিসীম গভীরতা সম্পর্কে তিনি অবহিত। মানুষের হাতে দু-পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেওয়ার গুরুত্ব কতটা, সেটা জননেত্রী হিসেবে তিনি বোঝেন।

মমতা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটেছে, তা পশ্চিমবঙ্গে ঘটানো যাবে না। হঠাৎ এ কথা তিনি কেন বললেন? কেন তিনি ধরে নিলেন যে হাসিনাকে যেভাবে সরানো হয়েছে, সেভাবেই তাঁকে সরতে হবে? এর কারণ কোথাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বুঝতে পারছেন বিরোধিতা বাম-রামের কাছ থেকে আসছে না, আসছে সাধারণের কাছ থেকে, যেমনটা ২০০৭ সালে এসেছিল সিপিআইএমের বিরুদ্ধে।

অথচ সেই জননেত্রী গত এক সপ্তাহে এমন কিছু কাজ বা মন্তব্য করলেন, যা থেকে স্পষ্ট যে অন্তত এই সময়ে তাঁর ক্ষমতার মধ্যে অনুশোচনা নেই। গোটা রাজ্য অনুতপ্ত, মর্মাহত, অশ্রুসিক্ত। এই বেদনা যে অচিরেই ক্রোধ হয়ে ফেটে পড়বে তা না বোঝার কোনো কারণ নেই, বিশেষত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি নিজেই বারবার এই ক্রোধের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যখন তাঁর সাবেক দল কংগ্রেসের কর্মীদের ওপরে গুলি চলেছে, যখন নন্দীগ্রাম বা সিঙ্গুরে কৃষকেরা শহীদ হয়েছেন। ২০২৪ সালে সেই সামগ্রিক ক্রোধকে অগ্রাহ্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের অবিসংবাদী নেত্রী।

না হলে ৯ আগস্ট কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের ওপরে শারীরিক অত্যাচার, ধর্ষণ ও হত্যার পরে ওই কলেজেরই অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে লম্বা ছুটিতে না পাঠিয়ে, শোকজ বা সাসপেন্ড না করে আরেকটি সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা কেন পাঠালেন?

সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক ইচ্ছাকৃত অপরাধ বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগগুলো এই মুহূর্তে তদন্তের অন্তর্গত। এর মধ্যে না ঢুকে দেখা

> **মমতা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটেছে, তা পশ্চিমবঙ্গে ঘটানো যাবে না। হঠাৎ এ কথা তিনি কেন বললেন? কেন তিনি ধরে নিলেন যে হাসিনাকে যেভাবে সরানো হয়েছে, সেভাবেই তাঁকে সরতে হবে? এর কারণ কোথাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বুঝতে পারছেন বিরোধিতা বাম-রামের কাছ থেকে আসছে না, আসছে সাধারণের কাছ থেকে, যেমনটা ২০০৭ সালে এসেছিল সিপিআইএমের বিরুদ্ধে।**

যাক রাজনৈতিকভাবে কী কী ভুল মমতা গত দিন কয়েকে করেছেন, যা সাধারণ মানুষকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছে।

প্রথমত, পরবর্তী সময়ে যার বিরুদ্ধেই দোষ প্রমাণিত হোক না কেন, সামাজিক মাধ্যম-প্রভাবিত সময়ে মানুষ নির্দিষ্ট বিষয়ে সরকারের অবস্থান তৎক্ষণাৎ জানতে চান।

গত কয়েক দিনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর অবস্থান সন্দীপ ঘোষের পক্ষে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বিপক্ষে। এর ফলে তৃণমূলবিরোধী জোরালো ন্যারেটিভ তৈরি হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মমতা বলেছেন, ‘বাম-রাম’ অর্থাৎ বামফ্রন্ট এবং বিজেপি চক্রান্ত করছে। আদতে বিষয়টি তা নয়। দেড় যুগ ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। একটা স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে। নির্বাচনে সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে না বিরোধীদের ব্যর্থতার কারণে। এমনটা সিপিআইএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের আমলেও হয়েছিল, যখন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সগর্বে বলেছিলেন, ‘আমরা (বিধানসভায়) ২৩৫, ওরা ৩০।’ এই মন্তব্যের কয়েক মাসের মধ্যে বামফ্রন্টের পতন শুরু হয়।

নির্বাচনে হারজিত দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় থাকা একটি দলের জনপ্রিয়তা সব সময় বোঝা যায় না। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও এই কথা সত্যি। প্রায় ৭৫ শতাংশ আসন পেয়েও মাঠপর্যায়ে তাঁর পায়ের নিচে থেকে যে মাটি সরে গিয়েছিল, সেটা হয়তো বুঝতে পারেননি মুজিবকন্যা।

তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে যা হচ্ছে, তা বিরোধী বিএনপি-জামায়াতের চক্রান্ত। একই কথা বলেছেন মমতা, বিরোধীদের চক্রান্ত। বাম-রামের যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে তারা গত নির্বাচনে বেশি আসন পেত। তারা পায়নি। সাধারণ মানুষের ক্ষোভের প্রতিফলনকে মমতা বিরোধীদের চক্রান্ত বলছেন। জুলাই মাসে যে ভুল করেছিলেন হাসিনা, আগস্টে তা করছেন মমতা।

বস্তুত মমতা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশে যে ঘটনা ঘটেছে, তা পশ্চিমবঙ্গে ঘটানো যাবে না। হঠাৎ এ কথা তিনি কেন বললেন? কেন তিনি ধরে নিলেন যে হাসিনাকে যেভাবে সরানো হয়েছে, সেভাবেই তাঁকে সরতে হবে? এর কারণ কোথাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বুঝতে পারছেন বিরোধিতা বাম-রামের কাছ থেকে আসছে না, আসছে সাধারণের কাছ থেকে, যেমনটা ২০০৭ সালে এসেছিল সিপিআইএমের বিরুদ্ধে।

ইতিহাসে বারবারই দেখা গেছে ‘রিমোর্স’ থেকে ‘পাওয়ার’ যখনই বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তখনই শাসক চক্রান্ত দেখেছেন। হাসিনা দেখেছেন, বুদ্ধদেব দেখেছিলেন। তিনি নিজে ৪২ বছর ক্ষমতায় রয়েছেন, এটা ভুলে গিয়ে ‘আরব বসন্ত’ শুরুর সময় পশ্চিমা বিশ্বের চক্রান্ত দেখেছিলেন মুয়াম্মার গাদ্দাফি, দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনে খালিস্তানিদের চক্রান্ত দেখেছিল বিজেপি, পশ্চিমবঙ্গে দেখছেন মমতা। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে বিরোধীরা পরিস্থিতি কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে, কারণ সেটাই তাদের কাজ। কিন্তু আর জি কর ইস্যুতে সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে বিরোধীদের কাজটা আরও সহজ করে দিচ্ছেন মমতা নিজেই।

এমনকি তাঁর দলের যেসব নেতা-নেত্রী আর জি কর ইস্যুতে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। যেমন নেওয়া হয়েছে রাজ্যসভার সাবেক এমপি এবং মুখপাত্র শান্তনু সেন ও তাঁর স্ত্রী কাকলির বিরুদ্ধে। এই সবই তৃণমূলবিরোধী ন্যারেটিভ আরও শক্তপোক্ত করছে।

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা বড় সুবিধা এখনো রয়েছে। বামফ্রন্ট ও বিজেপি কেউই বিরোধী দল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে মাথা তুলতে পারছে না। এর নানা পৃথক কারণ রয়েছে। কিন্তু একটা বড় কারণ হলো গ্রামগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ভাঙতে না পারা।

শহরের মানুষ যেভাবে তৃণমূলের বিরোধিতা করছেন, গ্রামের মানুষ এখনো তা করছেন না হয়তো মমতার জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার কারণেই। কিন্তু ধীরে ধীরে শহরের ক্ষোভ গ্রামে বিস্তার করবে। মমতার আরও একটি সুবিধা হলো পশ্চিমবঙ্গে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের এখনো দেড় বছর বাকি। অর্থাৎ ঘর গোছানোর সময় পাচ্ছেন মমতা, যেমনটা পাচ্ছেন বিরোধীরাও।

তবে তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে আগামী দিনে মানুষের ক্ষোভ আরও বাড়বে। এই ক্ষোভ প্রশমিত করতে মমতা নানান পদক্ষেপ নিতে পারেন। কিন্তু সেই পদক্ষেপের মধ্যে যদি মাথা নত করে মানুষের কাছে যাওয়ার অঙ্গীকার না থাকে অর্থাৎ ‘রিমোর্স’ না থাকে, তবে অবধারিতভাবেই বিপদে পড়বেন তিনি। যেমনটা পড়েছিলেন জুলিয়াস সিজার থেকে মুয়াম্মার গাদ্দাফি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য থেকে শেখ হাসিনা। ইতিহাসের বার্তা অনুধাবনে ব্যর্থ হলে তার ফল ভোগ করতে হবে সব শাসককে। মমতাকেও।

সৌ: প্র: আ:

বিশ্বজুড়ে জনতুষ্টিবাদ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে

জ্যঁ ভার্নার ম্যুলার

গত জুনের শেষের দিক এবং জুলাইয়ের প্রথম দিকের সময়টার কথা চিন্তা করুন। ফ্রান্সের আগাম নির্বাচনে অতি ডানপন্থীরা পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পথে ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ‘ট্রাম্পবাদী’ বিচারকেরা ভালোয় ভালোয় সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনি সমস্যাগুলোর সমাধান করছিলেন এবং টিভি বিতর্কে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিপর্যয়কর পরাজয়ের পর ট্রাম্পকে জয়ের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছেন বলে মনে হচ্ছিল। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে উদারপন্থী দল লেবার পার্টি যখন সরকার গড়ছিল, তখন সেখানে অভিবাসনবিরোধী আন্দোলন ও ব্রেক্সিট আন্দোলনের নেতা নাইজেল ফারাজের নতুন একটি দল অভূতপূর্ব ফল করেছে।

এসব দেখে বৈশ্বিক রাজনীতিবিষয়ক পণ্ডিতেরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারা ও মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে এমন জনতুষ্টিবাদী ক্রোধের একটি ঢেউ বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে আছড়ে পড়ছে। তবে ইতিমধ্যে বিশ্বরাজনীতিতে এমন কিছু আশাবহ ঘটনা ঘটেছে, যা দেখে এই ভাষ্যকারদের ঝাপসা দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক হুঁশিয়ারিগুলো আরেকটু সংযত হতে পারত।

বর্তমানে ‘জনতুষ্টিবাদী ঢেউয়ের’ (এটি এমন একটি রূপক, যা অনেক দেশে অনিবার্যভাবে অতি ডানপন্থীদের ক্ষমতায় উঠে আসার চিত্রকে ফলাও করে) প্রমাণ এখন যা আছে, তাকে যৎসামান্য বলা যায়। আর সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, এই ধরনের শক্তিকে মোকাবিলার জন্য কার্যকর কৌশলও আছে। গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যা জানতে পারছি, তা থেকে পাওয়া শিক্ষাটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মতো প্রতিভাত হচ্ছে। সেটি হলো গণতন্ত্রকে মূল্য দিয়ে থাকে, এমন সব দলকে গণতন্ত্রবিরোধী হুমকি মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ফ্রান্সে আমরা এমনটিই ঘটতে দেখেছি, যা অনেক পণ্ডিতকে অবাক করে দিয়েছে। ১৯৩০-এর দশকে সমাজতান্ত্রিক নেতা লিওন ব্লুম প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য কমিউনিস্ট, সমাজতান্ত্রিক এবং উদারপন্থীদের নিয়ে একটি জোট গড়েছিলেন এবং তাঁরা এক হয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সেই স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে ফ্রান্সে সম্প্রতি বামপন্থী দলগুলো এক হয়ে নিউ পপুলার ফ্রন্ট নামের একটি জোট গঠন করেছে। প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্তের পর বামপন্থীরা সৃজনশীল হয়ে ওঠে এবং এর ধারাবাহিকতায় মারি লো পেনের চরম ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র‍্যালি ধরাশায়ী হয়। তবে সবচেয়ে বড় কথা, নিউ পপুলার ফ্রন্ট কেবল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিই জোর দেয়নি, তারা বারবার অতি ডানপন্থীদের ব্যবসাবান্ধব পরিকল্পনাকেও জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছে, ন্যাশনাল র‍্যালি যেভাবে নিজেদের শ্রমিকবান্ধব বলে প্রচার করে থাকে, আসলে তারা তা নয়।

দক্ষিণপন্থীদের মোকাবিলায় গণতন্ত্রপন্থীদের আশাবহ অগ্রগতিমূলক দ্বিতীয় পাঠটি আমরা পাচ্ছি যুক্তরাষ্ট্র থেকে। সেখানে ডেমোক্রেটিক পার্টির নতুন প্রার্থী যে এতটা উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দ বয়ে নিয়ে আসবেন, তা খুব কম লোকই প্রত্যাশা করেছিল। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস নিজেকে পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে এতটা বিচক্ষণতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন যে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, এমনকি বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ভাবমূর্তিও তাঁর ঔজ্জ্বল্যের সামনে ম্লান হতে শুরু করেছে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কমলার মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজকে বেছে নেওয়াকে ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেডি ভ্যান্সকে বেছে নেওয়াকে মোকাবিলা করার অংশ বলে মনে হচ্ছে। কারণ, ট্রাম্পের একসময়কার কড়া সমালোচক জেডি ভ্যান্সকে ট্রাম্পের রানিংমেট করাটা যেমন অপ্রত্যাশিত ছিল, টিম ওয়ালজকে কমলা হ্যারিসের রানিংমেট করাটাও তেমনি অবিশ্বাস্য ছিল। এটি দেখে মনে হচ্ছে, অবশেষে রিপাবলিকানদের কৌশল মোকাবিলায় ডেমোক্র্যাটরা অধিকতর কৌশলী হয়ে উঠেছে।

উগ্র ডানপন্থীরা সব সময় ‘প্রকৃত নাগরিক’ বা ‘নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ’ জনগোষ্ঠীর পক্ষে কথা বলে থাকে বলে দাবি করে। এই উগ্র ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদীরা নিজেদের ‘স্বাভাবিকতার প্রতিনিধি’ হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে থাকে। জার্মানিতে কট্টর ডানপন্থী দল অল্টারনেটিভ ফর ডয়েচল্যান্ডের স্লোগানগুলোর মধ্যে একটি হলো: ‘ডয়েচল্যান্ড আরও স্বাভাবিক হবে’। এসব জায়গায় জনতুষ্টিবাদীরা এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যে ‘সাধারণ মানুষ’ খারাপ অভিজাত এবং বিপজ্জনক বহিরাগতদের কারণে হুমকির মুখে আছেন। এভাবে তাঁরা আগে থেকেই অরক্ষিত অবস্থায় থাকা সংখ্যালঘুদের (তা সে হোক শরণার্থী কিংবা ট্রান্সজেন্ডার) মূলধারার জনগোষ্ঠীর জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখাতে থাকে। উগ্র ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদীরা নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে কথা বলার দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা উচ্চকিত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব করে। এতে দোষের কিছু নেই; অনেক প্রগতিশীল আন্দোলনের শুরুটা এভাবেই হয়েছিল। কিন্তু যে আন্দোলনগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে কথা বলার ভান করে এবং এর মধ্য দিয়ে অন্য সবাইকে অপমান করে, তা শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ব্যালট বাক্সের প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে জনতুষ্টিবাদীরা যে প্রায়ই ভোট জালিয়াতির অভিযোগের আশ্রয় নেয়, সেটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রায় সবখানেই এই চিত্র দেখা যায়। জনতুষ্টিবাদবিরোধীদের মনে রাখা দরকার, সংখ্যাগরিষ্ঠরা আসলে উগ্র ডানপন্থী জনতাবাদী শক্তিকে সমর্থন করে না।

যুক্তরাজ্যের নতুন লেবার সরকারের ক্ষমতা নেওয়ার প্রথম কয়েক সপ্তাহ এই অভিনব অন্তর্দৃষ্টিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। দেশটি এক দশকের বেশি সময়ের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ (নীরব) দাঙ্গার সম্মুখীন হয়েছে, কারণ ডানপন্থীদের ছড়ানো বিভ্রান্তি বর্ণবাদী সহিংসতাকে উসকে দিয়েছে। সহিংসতাকে সরাসরি সমর্থন না দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকার সময়ও নাইজেল ফারাজ এমনভাবে কথা বলেছেন, যা দাঙ্গাবাজদের তৎপরতাকে বৈধতা দিয়েছে। তিনি অবিরাম বলে গেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠরা অভিবাসীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু জরিপে দেখা যাচ্ছে, প্রতি তিনজনের মধ্যে মাত্র একজন ব্রিটিশ নাগরিক অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভকে সমর্থন করেন, আর অভিবাসীদের দাঙ্গায় নামার বিরুদ্ধে থাকা ব্রিটিশ নাগরিকদের সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

এ কথা সত্য, ‘আমরাই বৃহত্তরে আছি’—জার্মানিতে জনতুষ্টিবাদবিরোধী বিক্ষোভকারীদের এই স্লোগান দিন দিন জোরালো হচ্ছে। এটি গণতন্ত্রের প্রসারের জন্য একটি ইতিবাচক দিক। যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রবণতা সঞ্চারিত হচ্ছে, সেটিও একটি আশার কথা।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ

প্রথম নজর

বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে রাখি বন্ধন পালন শিক্ষক ও পড়ুয়াদের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়ারা। হিলি ব্লকের মথুরাপুর ১৩৭ নং ব্যাটেলিয়নের বিএসএফ জোয়ানদের রাখি পরিয়ে এই বিশেষ উৎসবে শামিল হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের একটি বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয়ের পড়ুয়ার।

উল্লেখ্য, পরিবার থেকে অনেক দূরে দেশের সীমান্তে রয়েছেন তাঁরা। গোটা দেশ যখন বিভিন্ন উৎসবে মেতে ওঠে সেই সময়ও তাঁরা অতন্দ্র প্রহরী হয়ে সীমান্ত সুরক্ষায় নিয়োজিত।উৎসবের দিনে পরিবারের জন্য মন খারাপ হলেও কর্তব্য পালনে রয়েছেন সীমান্তে। সীমান্তে দিনরাত সুরক্ষা করছেন তাঁদের রাখি বেঁধে আপন করে নিল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়ারা ।চলে মিষ্টিমুখের পালা। পাশাপাশি পরবর্তীতে বর্ডারের দূরবর্তী বস্তুর দৃশ্য পড়ুয়াদের দেখানো হয় বাইনোকুলার যন্ত্রের মাধ্যমে।

এ বিষয়ে ওই বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা সঙ্গীতা সেন(সরকার) বলেন, 'বিএসএফ আমাদের রক্ষাকবজ। তাঁদের জন্যই আমরা সুরক্ষিত রয়েছি। তাই আজকের এই দিনটি তাঁদের সাথে ভাগ করে নেবার জন্য আজ আমরা ৪০ জন পড়ুয়াকে নিয়ে এখানে এসেছি। পড়ুয়ারা তাদের নিজেদের হাতে তৈরি রাখি বিএসএফ জোয়ানদের হাতে বেঁধে দেয়।'

উত্তরবঙ্গ জুড়ে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা

বিশেষ প্রতিবেদক ● বংশীহারি

আপনজন: উত্তরবঙ্গ জুড়ে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলে রবিবার শিশু-কিশোরদের মধ্যে ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা নিয়ে তৈরি হয়েছিল দারুন এক উৎসাহ উদ্দীপনা। ক্লাস ফোর থেকে টেন পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি বাংলা মাধ্যম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই পরীক্ষার আয়োজন করেছিল বেশ এডুকেশনাল হাব। বঙ্গ এডুকেশন সোসাইটির পক্ষে সম্পাদক খাদিমুল ইসলাম বলেন এই পরীক্ষা মূলত ছোট ছোট কিশোরমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশ এবং পড়াশোনার বাইরে বৃহত্তর এক জগতের পরিচিতি দেওয়ার জন্য হাতে নেওয়া হয়েছিল। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল খুবই আশাব্যঞ্জক, যেটা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলোয় পড়াশোনার বিষয়ে বর্তমানে নানারকম প্রচারণা শোনা যায়, তা যে অনেকাংশেই ভুল, তা প্রমাণ করে দেয় আজকের এই ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা। শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই নয়, অভিভাবকদের মধ্যেও ছিল এক আলাদা উদ্দীপনা। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে এই পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেছেন বলে তিনি জানান। অনুসন্ধান কলকাতা, চেক মেট কেরিয়ার, এবং সর্বোপরি জিডি স্টাডি সার্কেল এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুতি এবং নানাবিধ বিষয়ে যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।

এই ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষার নিয়ামক বিশিষ্ট গণিতের শিক্ষক ও অনুসন্ধান কলকাতার সম্পাদক গৌরাঙ্গ সরখেল বলেন, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমরা একই ভাবে এগোনোর প্রস্তুতি নিচ্ছি দক্ষিণবঙ্গেও। দুই পর্বে হয় এই পরীক্ষা। উত্তরবঙ্গের জন্য আজ ছিল প্রথম পর্ব, চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা আগামী ১ সেপ্টেম্বর। প্রতি কেন্দ্র থেকে আজকের পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রত্যেক ক্লাসের প্রথম তিনজন দ্বিতীয় পর্বের ওই পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে। তারপর তাদের জন্য বেস এডুকেশনাল হাব-এর পক্ষ থেকে এককালীন স্কলারশিপ-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সমস্ত বিষয়ে মনিটরিং কমিটি গড়ে খাদেমুল সাহেব সর্বক্ষণ যোগাযোগ রেখে চলেছেন। আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছি, ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাতে সুস্থ প্রতিযোগিতার বাতাবরণ তৈরি হয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন পরীক্ষার স্বাদ তারা এই পরীক্ষার মাধ্যমে যেন পায়। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারে অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে এগিয়ে এসেছেন। আগামী দিনে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাদের দক্ষতা কোন দিকে এবং তার উন্নয়নের ব্যাপারেও দিকনির্দেশিকা দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানান শিক্ষক গৌরাঙ্গ সরখেল।

দেগঙ্গায় বিধায়ক রহিমা খাতুনের উদ্যোগে রাখিবন্ধন। -মনিরুজ্জামান

আরজি কর কাণ্ডে ন্যায়বিচারের দাবিতে পথে নামল শিক্ষার্থীরা

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: এই মুহূর্তে সব জায়গায় শুধু একটাই আওয়াজ আমরা বিচার চাই। ইতিমধ্যে এই আওয়াজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে তার প্রভাব পড়েছে বিদেশের মাটিতেও। সেই আওয়াজের সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিবাদে নামলো স্কুল কলেজ শিক্ষার্থীরা। বিচার চাই স্লোগানে বিচারের দাবি জানালো নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের অসংখ্য শিক্ষার্থীরা। সোমবার বিকেলে লোহাপুর এফ সি আই গোডাউন থেকে লোহাপুর কাঁটাগড়িয়া মোড় পর্যন্ত মিছিলে আর জি করের ঘটনায় জড়িত দোষীদের ফাঁসির দাবিতে মিছিল সংঘটিত হয়। একই সঙ্গে এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা লোহাপুর কাঁটাগড়িয়া মোড়ে নলহাটি মোড় গ্রাম ১৪ নং জাতীয় সড়কের উপর তারা বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ করে। যার ফলে স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। মিছিলে অংশগ্রহণকারী শাহীনা পারভিন, হাফিজা খাতুন এদের দাবি, আমরা যে দেশে বাস করছি সে দেশে যদি নারী নিরাপত্তা না থাকে। তাহলে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার তারা আত্মবিশ্বাস পাচ্ছেন না। এমনই দাবি করছেন আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা। এছাড়াও তাদের অভিযোগ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি যদি নিজেই বিচারের দাবি তোলেন। তাহলে আমরা কার কাছে বিচার চাইবো। এখন রাস্তায় নেমে তাদের একটাই দাবি আমরা রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার চাই না। আমরা নারীদের সুরক্ষা চাই। মূলত এই দাবিতে তাদের আন্দোলন। তবে এদিনের মিছিলের ভিড় জমায়েত দেখে এলাকার যারা প্রবীণ। তারা অনেকেই বলছেন এতদিন যাবত এলাকায় যতগুলি আন্দোলন মিছিল সভা সমাবেশ হয়েছে এমন বৃহৎ আন্দোলন তারা দেখেননি। গ্রাম বাংলা থেকেও যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আছে। তা পরখ করলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

শ্রমিকদের রাখি পরিয়ে সম্প্রীতি মহিলা পুলিশের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় রাখি বন্ধনের দিনে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অভিনব উদ্যোগ, রাস্তা দিয়ে যাওয়া পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে শ্রমজীবী মানুষদের ডেকে রাখি পরালেন মহিলা পুলিশ কনস্টেবলরা। সৌভ্রাতৃত্বের রাখি বন্ধন,রাস্তা দিয়ে যাওয়া পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শ্রমজীবী মানুষদের দাঁড় করিয়ে রাখি পরালেন থানার একাধিক মহিলা পুলিশ কনস্টেবল,পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি প্রত্যেকেই। রাখি বন্ধন উৎসব, প্রত্যেক বোন বা দিদিরা তাদের ভাই এবং দাদাদের রাখি পরিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আরো দৃঢ় করে। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে এই রাখি বন্ধন উৎসব এখন অনেকটাই উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে।সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবে শামিল হন।ঠিক তেমনি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ নির্দেশে চাপড়া থানার মহিলা পুলিশ কনস্টেবলরা ডালিতে রাখি এবংক্যাডবেরি নিয়ে থানার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়েন, এরপর রাস্তা দিয়ে যাওয়া

মোটরসাইকেল চালক সাইকেল আরোহী ভ্যানচালক ও পথ চলতি মানুষদের রাখি পড়াতে শুরু করেন।এ প্রসঙ্গে পথ চলতি মানুষদের মুখের চওড়া হাসি অনেকটাই প্রমাণ করে দেয়, সত্যিই তারা খুব খুশি,অনেকেই জানাচ্ছেন বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়ে এই প্রথম রাখি পড়লাম, তাও আবার পুলিশের হাত থেকে। তবে কখনো আন্দাজি করতে পারিনি তারা আজকের দিনে এত ভালো একটি সারপ্রাইজ পাবেন।অন্যদিকে অনেকেই মহিলা পুলিশ কনস্টেবল এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারদের দেখে ভয় পেয়েছিলেন,এই বুঝি আবার না প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়,কিন্তু সামনে যেতেই অন্য চিত্র,মহিলা পুলিশ কনস্টেবলরা,ডেকে ডেকে রাখি পড়াচ্ছেন।তবে এই প্রথম রাখি বন্ধন উৎসবের দিনে চাপড়া থানার পুলিশ পক্ষ থেকে এই অভিনব উদ্যোগ।

'যুব কাফেলা' ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: কলকাতার আরজিকর হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসক হত্যার প্রতিবাদের হাওয়া বইছে রাজ্য সহ গোটা দেশজুড়ে। কলকাতার আরজিকর হাসপাতাল থেকে শুরু করে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ এর আবহাওয়া বইছে আর এর ফলে সকল জুনিয়ার ডাক্তাররা নিয়েছেন কর্ম বিরতি ।

তাদের এই স্ট্রাইক এর ফলে বিভিন্ন হাসপাতালে আউট ডোর বন্ধ। কিন্তু তাদের মধ্যেই কিছু ডাক্তার গ্রামের এক প্রান্তে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা যষানী গ্রামে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করেছে। বিভিন্ন মানুষ মালদা সদর হাসপাতালের আউটডোর দেখাতে গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে বাড়িতে।

এমনই মানুষের কথা ভেবেই সাহাবাজপুর হেলথ ক্লিনিক এবং "যুব কাফেলা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে তারা এই ক্যাম্পের আয়োজন করে, এই ক্যাম্পে প্রায় একশত থেকে দেড়শত মানুষ চিকিৎসা করাই যেখানে সুগার পেশার রক্ত পরীক্ষা থেকে শুরু করে সব ধরনের

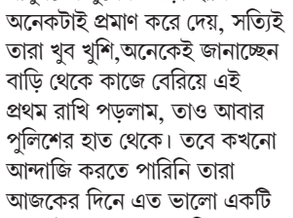

রোগের চিকিৎসা করানো হয়। মানুষ সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন কালিয়াচক হাসপাতালের জেনারেল ফিজিসিয়ান ও সুগার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মাসুদুর রহমান ও তার সঙ্গে সন্দীপন চৌধুরী ফিজিওথেরাপিস্ট বিশেষজ্ঞ। যুব কাফেলা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এক সদস্য জানাই বর্তমানে আরজিকর ঘটনা নিয়ে পুরো দেশ উত্তাল। আর এই ঘটনায় আমরা প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি মালদা শহর জুড়ে কিন্তু বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তাররা কর্ম বিরতি নিয়েছে।

এর ফলেই সাধারণ মানুষের চরম ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে, তাই ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা যষানী গ্রামে আমাদের বিনামূল্যের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন। মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে এবং ডাক্তারের পরামর্শে নেন।

শ্বশুর বাড়ির পথে শিশুসহ নিখোঁজ গৃহবধূ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একদিন আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবার বাড়ি এসেছিলেন। পরদিন বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ি যাবে বলে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পৌঁছানোর আগেই নিখোঁজ হলো গৃহবধূ। মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ থানার আমায়পাড়া এলাকায় বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। নিখোঁজ গৃহবধূর নাম রমেসা বিবি, পাঁচ বছরের নাবালিকা কন্যা রিয়া খাতুনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন তিনি। ভগবানগোলা থানার হনুমন্তনগর টুলটুলিপাড়া এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে না পৌঁছানোই তার স্বামী টিয়ারুল শেখ ৮ তারিখ জিয়াগঞ্জে গৃহবধুর বাবার বাড়িতে আসেন। সেখানে এই ঘটনা জানার পর ৯ তারিখ জিয়াগঞ্জ থানায় নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন গৃহবধূর স্বামী সহ গৃহবধূর বাবার বাড়ির লোকজন। কয়েকদিন পর অচেনা নাম্বার থেকে ১০ হাজার টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে গৃহবধুর স্বামীর কাছে। সোমবার এই বিষয়ে জিয়াগঞ্জ থানায় আবারও অভিযোগ দায়ের করেন গৃহবধূর স্বামী। নিখোঁজ গৃহবধূর সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে জিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ।

টিএসমসিপির রাখি পুলিশকে

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: সোমবার রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে মেমারি চকদিঘী মোড় খানপুর বাসস্ট্যান্ডে মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ ব্লক ছাত্র পরিষদ কলেজ ছাত্র পরিষদ এর উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা পূর্ব বর্ধমান জিলা পরিষদের দলনেতা ফাত্তার কয়াল, জেলা যুব সম্পাদক ফারুক আব্দুল্লাহ, জেলা যুব সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার রায়, জেলা ছাত্র পরিষদ সহ-সভাপতি মুকেশ শর্মা, শহর তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মোস্তফা কামাল মল্লিক প্রমুখ। তারা রাখি পরিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেন।

রাখি বন্ধনে এলাকায় ঘুরে ঘুরে সৌহার্দ্য বার্তা গলসি পুলিশের

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি থানার পুলিশের উদ্যোগে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হল। এলাকার বিভিন্ন মোড় ও থানায় আগত সাধারণ মানুষের হাতে রাখী পরিয়ে দেন পুলিশ কর্মীরা। অনেককে নিজের হাতে মিষ্টিও খাইয়ে দেন তারা।

পাশাপাশি বিনা হেলমেট পরা বাইক চালকদের সতর্ক করেন গলসি ওসি অরুন কুমার সোম। এরপরই এলাকার পুরসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আগত রোগী ও রোগীর পরিজনদের হাতেও রাখী পরিয়ে দেন তারা।

হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সরা তাদের হাতে রাখী পরিয়ে দেন। পাশাপাশি আদড়াহাটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র যান পুলিশ কর্মীরা। রাখীর সাথে সাথে সকলকে মিষ্টি মুখ করানোও হয়। পুলিশের এমন কাজের প্রসংসা করেছেন হাসপাতালের ডাক্তার বাবু সহ স্থানীয় মানুষজন। জেলা পুলিশ আধিকারিক শৈলেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় বলেন, আমরা আমাদের বাড়ি যেতে পারিনি। আমাদের বাড়িতে ভাই আছে বোন আছে পরিবার আছে। আমরা এখন গলসি থানায় আছি তাই গলসি থানার মানুষরাই আমাদের পরিবার। তাই সেই পরিবারের মানুষদেরকে আমরা রাখী পরিয়ে দিচ্ছি মিষ্টি মুখ করাচ্ছি। আবার হাসপাতালের রোগীরা আছে। যাদের বোন কিম্বা ভাই হয়তো বাড়িতে আছে। তারা রাখী পরাতে বা পরতে পাচ্ছে না। তাদের খুশি করতে আমদের ছোট্ট প্রয়াস। যাতে এই বার্তা দেওয়া যে আমরা আপনাদের পাশে ছিলাম, আছি ও থাকবো। আপনারা ভালো থাকলেই আমরা ভালো থাকবো।

বর্ধমানে সাংবাদিক সংগঠনের রাখি বন্ধন

জে.এ সেখ ● পূর্ব বর্ধমান

আপনজন: বেঙ্গল প্রেস ক্লাব,পূর্ব বর্ধমান জেলা ডিজিটাল মিডিয়া ও বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে রাখী বন্ধন উৎসব পালিত হয় শহর বর্ধমানে । যে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সকলকে বাঁধতে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করেছিলেন , সেই কার্জনের নামে পরিচিত "কার্জন গেট" এর সামনে বেঙ্গল প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠান এদিন অন্য মাত্রা পায়।

বেঙ্গল প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিজয়প্রকাশ দাস এবং সম্পাদক সৌগত সাঁই ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে ক্লাবের সদস্যরা বি সি রোড প্রায় ৫৫০ জন পথচারীদের হাতে রাখী পরিয়ে মিষ্টিমুখ করান। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ বিশিষ্ট জনেরা।

বেঙ্গল প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিজয়প্রকাশ দাস এবং সম্পাদক সৌগত সাঁই জানান , সারা বছর নানা কর্মসূচি নিয়ে থাকে রাজ্যের অন্যতম এই সাংবাদিক সংগঠন।

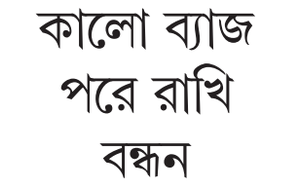

মানুষে মানুষে আরো বেঁধে বেঁধে থাকাই লক্ষ্য।

অন্যদিকে, বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বীরহাটা ট্রাফিক সিগন্যাল এলাকায় রাখিবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সাহিত্যিক সহ পথচলতি বহু সাধারণ মানুষ অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছিলেন। সেই সাথে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মাধব ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক হন দুরন্ত কুমার নাগ ও কৌশিক চক্রবর্তী,দিলীপ রাউত, কাশীনাথ গাঙ্গুলি, বাচিক শিল্পী শ্যামাপদ চৌধুরী সহ অন্যান্য সদস্য গণ। উল্লেখ্য, অভিনব ভাবনায় বর্ধমান কোর্ট চত্বরে এক দিন আগেই অর্থাৎ রবিবার প্রায় ৩০০ জন পথ চলতি মানুষদের হাতে রাখি পরানো হয় বর্ধমান জেলা ডিজিটাল মিডিয়ার পক্ষ থেকে এবং তাদের মিষ্টিমুখও করানো হয়।

পুলিশ, গাড়ি চালকদের রাখি বিষ্ণুপুরে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দিঘি

আপনজন: সোমবার রাখি বন্ধনের মধ্যে দিয়ে মানব বন্ধনের কাজ করলো বিধায়ক।এদিন মন্দিরবাজার পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সাউথ বিষ্ণপুর পঞ্চায়েতের সহায়তায় সাউথ বিষ্ণুপুর শ্মশান মোড়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয় নাচ ও গানের মধ্যে দিয়ে। এদিন পথ চলতি মানুষদের হাতে,গাড়ি চালকদের হাতে, পুলিশ কর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার। এছাড়া এই দিনের অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, সাউথ বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনোয়ার সাদাক মোল্লা,জেলা পরিষদ সদস্য রেখা গাজী,মন্দিরবাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সমীর হালদার, মনিরুল ফকির প্রমুখ।

কালো ব্যাজ পরে রাখি বন্ধন

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আর.জি কর কাণ্ডে উত্তাল দেশ, ওই ঘটনায় যুক্ত অপরাধীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব মানুষ। এরই মধ্যে সোমবার 'রাখী বন্ধনের দিন প্রতিবাদের এক অন্য ছবির স্বাক্ষীর থাকলো শহর বাঁকুড়া। এদিন দিদিরা ভাইয়ের হাতে রাখী নয়, পরালেন কালো রিবন।বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে আর.জি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পথ চলতি মানুষের হাতে রাখীর বদলে হাতে কালো রিবন বাঁধা হয়, অন্যদিকে শহরের প্রমিলা বাহিনীর পক্ষ থেকেও আলাদাভাবে একই কর্মসূচী নেওয়া হয়। আর.জি করের ঘটনার বিচার চেয়ে মিছিলের মাঝেই পথ চলতি মানুষকে রাখির বদলে কালো রিবন বাঁধেন তাঁরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মালদাতে সংস্কৃতি দিবস উদযাপন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী সংস্কৃতি দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। সেই মত মালদাতেও সংস্কৃতি দিবস উদযাপন করা হয়। সোমবার সকালে মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং ইংলিশ বাজার পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় এই সংস্কৃতি দিবস পালনের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, সুজাপুরের বিধায়ক আব্দুল গনি, ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, যুব নেতা সৌমিত্র সরকার সহ অন্যান্যরা। প্রদীপ প্রজ্জলন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ প্রদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের পথ চলতি মানুষ সহ টোটো ও রিক্সা চালক সহ পুলিশের হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টি মুখ করিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

মঙ্গলকোটে রাখি বন্ধন উৎসব

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরে উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি দিবস উদযাপন করা হলো মঙ্গলকোটের ব্লক চত্বরে । এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সান্তনা গোস্বামী ও মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ । সঙ্গে ছিলেন যুব অধিকারী অমরনাথ মুখার্জি সহ পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ ও সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন এলাকার মানুষজন । বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে মাল্যদান দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় । নৃত্য, আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক গান, কবিতা প্রভৃতি বিভাগে অংশগ্রহণ করে এলাকার কচিকাঁচারা ।এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে মঙ্গলকোট থানার আইসি মধুসূদন ঘোষ বলেন, -"রাখি বন্ধনের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে অবিশ্বাস সরে গিয়ে বিশ্বাসের বন্ধনের সম্পর্ক যাতে তৈরি হয় সেই আশা আমি রাখি "।

বাসন্তীতে সৌভ্রাতৃত্বের রাখি বন্ধন

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: এক অন্যন্য অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সোমবার মহাসাড়ম্বরে পালিত হল রাখীবন্ধন উৎসব। এদিন ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ নং বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। এদিন সৌভাতৃত্বের মিলন অনুষ্ঠান রাখি বন্ধন উৎসবের সূচনা করেন হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মের তিন জন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী রইচ আলী মোল্লা, দেবাশীষ বৈরাগী,প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান আপতার মোল্লা, নিরঞ্জন মাঝি, শান্তি রঞ্জন মন্ডল, স্বপন নস্কর, ডাঃ বাসুদেব মাঝি, সঞ্জয় মাঝি, প্রিয়াঙ্কা মাঝি প্রমুখ।

লা লিগা অভিষেকে এমবাপ্পের হতাশা

আপনজন ডেস্ক: লা লিগায় মৌসুমের প্রথম ম্যাচে সবার চোখ ছিল কিলিয়ান এমবাপ্পের ওপর। এর আগে উয়েফা সুপার কাপের শিরোপা জিতে রিয়ালের হয়ে নিজের যাত্রা শুরু করলেও লা লিগায় অভিষেকটা নিশ্চিতভাবেই বিশেষ কিছু। কিন্তু সেই অভিষেকে ভালো খেলেও হাসিমুখে মাঠ ছাড়তে পারেননি এমবাপ্পে। মায়োর্কার মাঠে রিয়াল ম্যাচ ড্র করেছে ১-১ গোলে। ম্যাচে একাধিকবার গোলের কাছাকাছি গিয়েও কখনো ফিনিশিং ব্যর্থতায়, আবার কখনো প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় গোল পাওয়া হয়নি এমবাপ্পের। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটাও রিয়াল আর জিততে পারেনি। মায়োর্কার বিপক্ষে উয়েফা সুপার কাপের একাদশ নিয়েই দলকে নামান রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। অর্থাৎ প্রথম থেকেই মাঠে ছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো, জুড বেলিংহাম ও এমবাপ্পে। চোখধাঁধানো এই আক্রমণভাগ নিয়ে শুরু থেকেই দাপুটে ফুটবল খেলে রিয়াল। ম্যাচজুড়ে ৬৭ শতাংশ বলের দখল ছিল তাদের কাছে। তবে বল দখলে পিছিয়ে থাকলেও সুযোগ তৈরিতে রিয়ালের সঙ্গে পাল্লা দেয় মায়োর্কা। রিয়াল ১৩ শটের ৫টি রাখে লক্ষ্যে, অন্যদিকে মায়োর্কার ১২টি শটের ৫টিই লক্ষ্যে ছিল। এদিন ম্যাচের ১৩মিনিটেই রদ্রিগোর গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। বক্সের ভেতর ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের দারুণ এক ব্যাকহিলে বল পান রদ্রিগো। এরপর জায়গা বের করে নিয়ে দুর্দান্ত এক শটে গোল করেন এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। গোল করেও দমে যায়নি রিয়াল। দারুণ কিছু আক্রমণে মায়োর্কার রক্ষণকে কাঁপিয়ে দেন ভিনিসিয়ুস-এমবাপ্পেরা। কিন্তু পরের গোলটি আসেনি কোনোভাবেই। ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরিতে যায় রিয়াল। বিরতির পর ম্যাচের ৫৩ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। কর্নার থেকে বল পেয়ে জোরালো এক হেডে গোল করে মায়োর্কাকে সমতায় ফেরান ভেদাত মিউরিকি। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেও এরপর আর লিড নিতে পারেনি রিয়াল। উল্টো তারা আরও ধাক্কা খায় ম্যাচের যোগ করা সময়ে ফেরলান্দ মেন্দি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়ে গেলে। ম্যাচ শেষে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেছেন, 'আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং সুযোগও পেয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। এই ম্যাচটা ভালো ছিল না। এই ম্যাচ পরিষ্কারভাবে দেখায়, রক্ষণে আমাদের আরও ভালো করতে হবে। আর মাঠেও আমাদের আরও ভালো ভারসাম্য পেতে হবে।'

ভারতের সঙ্গে ১০ বছরের হিসাব মেটানোর অপেক্ষায় লায়ন

আপনজন ডেস্ক: ভারতের সঙ্গে ১০ বছরের পুরোনো 'হিসাব মেটানোর' অপেক্ষায় নাথান লায়ন। এতে তাঁর বড় একটা শক্তি হতে যাচ্ছে ইংলিশ স্পিনার টম হার্টলির কাছ থেকে পাওয়া তথ্য। বছরের শেষে ভারতের সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। দুদলের সর্বশেষ চারটি দ্বিপক্ষীয় সিরিজেই জিতেছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার শেষ জয়টি ২০১৪-১৫ মৌসুমে। দেশের মাটিতেও সর্বশেষ দুটি সিরিজই ভারতের কাছে হেরেছে অস্ট্রেলিয়া। ফলে বর্তমান দলের অনেকেরই ভারতের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের কোনো স্মৃতি নেই। সর্বশেষ ২০২০-২১ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয় পায় ভারত। সেবার অ্যাডিলেডে ৩৬ রানে অলআউট হয়ে ১-০-তে পিছিয়ে পড়েছিল ভারত। এরপর চোট ও অন্যান্য কারণে প্রায় দ্বিতীয় সারির দল খেলাতে হলেও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত এক সিরিজ জেতে তারা। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া গত বছর ওভালে আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতকে হারালেও দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জিততে না পারার ক্ষতটা রয়েই গেছে। লায়নও মনে করিয়ে দিয়েছেন সেটি, '১০ বছরের অপূর্ণ এক হিসাব আসলে। অনেক দিন হয়ে গেছে। আর আমি জানি, এবার বিশেষ করে ঘরের মাঠে এটি বদলাতে আমরা বেশ ক্ষুধার্ত।' টেস্ট ইতিহাসের সফলতম অফ স্পিনারের তালিকায় দুইয়ে থাকা লায়ন এরপর যোগ করেছেন, 'ভুল বুঝবেন না, ভারত সত্যিকারের তারকাঠাসা দল, খুবই কঠিন। তবে এবার ফলটা বদলাতে আমি অনেক ক্ষুধার্ত। এবার যাতে ট্রফিটা ফিরে পাই।' গত কয়েক বছরে নিজেদের পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করেছেন লায়ন, 'মনে হচ্ছে কয়েক বছর আগের দলের থেকে ভিন্ন একটি দল আমরা। আমরা একটা স্মরণীয় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল হওয়ার পথে আছি। অবশ্যই আমরা (চূড়ায়) পৌঁছাতে পারিনি। কিন্তু আমরা সেই পথে আছি এবং বেশ ভালো ক্রিকেট খেলছি।' সে পথে ভারতকে টপকানো নিশ্চিতভাবেই অস্ট্রেলিয়ার বড় একটি চ্যালেঞ্জ। লায়ন তাঁদের প্রশংসাও করেছেন। বিশেষ করে বিশ্বমানের খেলোয়াড় খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের কৃতিত্ব দিয়েছেন এই ৩৬ বছর বয়সী স্পিনার। এ ক্ষেত্রে যশস্বী জয়সোয়ালের কথা উল্লেখ করেছেন লায়ন। তবে তাঁকে মোকাবিলায় পাওয়া সহায়তার কথাও জানিয়েছেন। সম্প্রতি ইংল্যান্ডে কাউন্টি ক্রিকেটে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে খেলেছেন লায়ন। সেখানে তাঁর সতীর্থ ছিলেন ইংলিশ স্পিনার টম হার্টলি, যিনি সম্প্রতি খেলেছেন ভারতের বিপক্ষে। লায়ন বলেছেন, 'আমি এখনো তার (জয়সোয়াল) বিপক্ষে খেলিনি, তবে আমাদের সব বোলারের জন্যই বড় একটা চ্যালেঞ্জ হবে সে। যেভাবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলেছে, সেটি বেশ ভালোভাবে দেখেছি। আমার মতে অসাধারণ খেলেছে। টম হার্টলির সঙ্গে আমার বেশ ভালো আলোচনা হয়েছে–কীভাবে সে একেকজনের বিপক্ষে খেলেছে। বেশ চমকপ্রদ লেগেছে।' লায়ন এরপর বলেন, 'আমি ক্রিকেট নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসি। টেস্ট খেলেছে এমন কারও সঙ্গে কথা বললে হয়তো আমি এমন কিছু পাব, যে প্রসঙ্গে জানতামই না। ক্রিকেটে অনেক অনেক জ্ঞান ভেসে বেড়াচ্ছে। আমরা সব সময়ই কিছু না কিছু কাজে লাগাতে পারি।' লায়ন জানেন, পরের অ্যাশেজে এমন কিছু ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও কাজে লাগাতে হতে পারে। তবে আপাতত ভারতকে ঘিরেই পরিকল্পনা তাঁর। হার্টলির সঙ্গে আলোচনা কাজে লাগবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, 'যে পরিকল্পনার কথা আমরা আলোচনা করেছি, সেগুলো বাস্তবায়িত হলে তো অবশ্যই কাজে লাগবে।'

আর জি কর কাণ্ডের ন্যায়বিচার চাইলেন ভারতের হয়ে গোল করা মণিরুল ও মহামেডান ফুটবলাররাও

আপনজন ডেস্ক: এবার উদাহরণ তৈরি হল ফুটবল মাঠের ভিতর। কলকাতা লিগের ম্যাচ থেকে সাফ কাপ, আর জি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে প্রতিবাদ ফুটবলারদের। কার্যত, ইতিহাস রচনা হয়ে গেছে কলকাতার বুকে। রবিবার, অর্থাৎ ১৮ অগাস্ট। যেদিন কলকাতা ডার্বি হওয়ার কথা ছিল, ঠিক সেদিনই পথে নামার ডাক দেন দুই প্রধানের সমর্থকরা। আর এই প্রতিবাদে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দেন মহামেডান সমর্থকরাও। এদিন বিকেলে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ৫ নম্বর, অর্থাৎ ভিআইপি গেট থেকে বিকেল ৫ টায় বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেন তারা। কিন্তু সেই প্রতিবাদের উপর নেমে আসে পুলিশের নির্মম আক্রমণ। লাঠিচার্জ করা হয় দুই দলের সমর্থকদের উপর। কার্যত, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান সমর্থকদের দিকে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে যায় র‍্যাফ। বলা চলে, ফুটবলপ্রেমী জনতা আক্রান্ত হন এদিন। নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন ঘটনা। 'মানুষের কণ্ঠরোধ করা যায় না' লকআপ থেকে বেরিয়ে বললেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক, পাশে দাঁড়ালেন বাবা আর সোমবার, নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে কলকাতা লিগের ম্যাচে মুখোমুখি হয় মহামেডান স্পোর্টিং বনাম এরিয়ান ক্লাব। আর সেই ম্যাচের পর, আর জি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে সমর্থকদের সঙ্গে প্রতিবাদে শামিল হন দলের ফুটবলাররাও। একটি জার্সি তারা সবাই মিলে সামনে রাখেন, যাতে লেখা ছিল 'জাস্টিস ফর আর জি কর'। সেইসঙ্গে, স্লোগান তুলে প্রতিবাদ জানান তারা। অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে নেপালকে ১-০ গোলে হারায় ভারত। গোলে করে বাংলার ছেলে মনিরুল আর জি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে প্রতিবাদ করেন। তাঁর নিজের জার্সিতে লেখা ছিল বিচারের দাবি। সবমিলিয়ে এই পাশবিক ঘটনার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে ফুটবল মাঠও। গতকাল প্রতিবাদে শামিল হতে দেখা যায় মোহনবাগান অধিনায়ক শুভাশিস বোস এবং তাঁর স্ত্রীকেও।

বিরাট-রোহিত কেন নেই দলীপ ট্রফিতে? বোর্ডের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ সানি

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় টিমে তারকা প্রীতি কমেনি। এই কথা ক্রিকেট মহলে ঘুরপাক খাচ্ছিল, যখন জানা গিয়েছিল দলীপ ট্রফিতে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। দীর্ঘদিন লাল বলে খেলেননি রোহিত, বিরাট। সানির স্পষ্ট যুক্তি, মধ্য তিরিশে পা রাখা যে কোনও প্লেয়ার যত বেশি খেলবেন, তত ভালো পারফর্ম করবেন। দলীপ ট্রফি দিয়ে ভারতের ঘরোয়া মরসুম শুরু হবে। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে টুর্নামেন্ট শুরু। এই টুর্নামেন্ট চলাকালীন শুরু হয়ে যাবে ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ। সেখানেই একেবারে পারফর্ম করতে দেখা যাবে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে। সানি এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন তুলেছেন রোহিত-বিরাট কোন দলীপে নেই। বিরাট-রোহিত ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলা একাধিক ভারতীয় তারকাকে অবশ্য দলীপ ট্রফিতে অ্যাকশনে দেখা যাবে।সম্প্রতি মিড-ডের এক কলামে এই নিয়ে লিখেছেন গাভাসকর। তিনি লেখেন, 'দলীপ ট্রফির জন্য নির্বাচকরা রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে বেছে নেয়নি। ফলে ওরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সরাসরি টেস্ট সিরিজে খেলবে। কোনও ম্যাচ প্র্যাক্টিস ছাড়াই নামতে হবে ওদের।'

আন্দোলন যেন বন্ধ না হয়, আরজি কর কাণ্ডে বার্তা মেহতাব হোসেনের

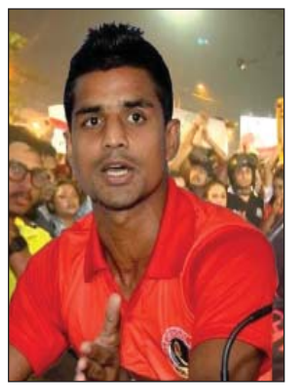

আপনজন ডেস্ক: ১৮ অগস্ট, ২০২৪ – এই দিনটা কলকাতার তিন প্রধানের অনুরাগীদের জন্য বিশেষ। ইতিহাসের পাতায় তোলা রইল এই দিন। কিন্তু কেন? এই দিন ছিল ডুরান্ড কাপের ডার্বি। যুবভারতীতে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের বড় ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে তা বাতিল ঘোষণা হয়। এই বড় ম্যাচের দিন দুই প্রধানের সমর্থকরা আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার জন্য সুবিচার চাইবেন বলে ঠিক করেছিলেন। ডার্বি বাতিল হলেও, তাঁদের প্রতিবাদ বাতিল হয়নি। একে ডার্বি বাতিলের জন্য ইস্ট-মোহন সমর্থকরা হতাশ ছিলেন। তার উপর তাঁদের ক্ষোভ ছিল আরজি কর কাণ্ড নিয়ে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিন প্রধানের সমর্থকরা যুবভারতীয় সামনে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। পুলিশ ফুটবলপ্রেমীদের লাঠি চার্জ করে। অনেক ফুটবলার আরজি কর কাণ্ডে বিচার চেয়ে সরব হয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। বাগান নেতা শুভাশিস বোস রবিবারের প্রতিবাদ মিছিলে হাজির ছিলেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী মেহতাব হোসেন। যে কারণে দুঃখ প্রকাশ করে একটি ফেসবুক পোস্ট করেছেন তিনি। মেহতাব হোসেন নিজের ফেসবুকে এক ভিডিয়োতে বলেন, 'কালকে সল্টলেক স্টেডিয়ামের বাইরে যে ঘটনাটা ঘটেছে, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডানের সমর্থকরা যে ভাবে সাপোর্ট করেছে এই আন্দোলনকে, আমি তাঁদের সাধুবাদ জানাই। এই ঐক্যবদ্ধতা দরকার পশ্চিমবঙ্গে। সেটা ফিরে এসেছে, আছে, থাকবে। এটাকে আমি সমর্থনও করি। আর যা হয়েছে, তা আমি একেবারেই সমর্থন করি না। আমি কাল চেন্নাইয়ে এসেছি। সেখানে ম্যাচ আছে। সফর করছিলাম। আমি কলকাতায় তাই যেতে পারিনি। আমি দুঃখিত। তবে আমি এই বোনের পাশে আছি। সব সময় থাকব। এই আন্দোলন যেন বন্ধ না হয়।' সেই ভিডিয়োর ক্যাপশনে মেহতাব লেখেন, 'অনেকেই কাল দেখলাম যুবভারতীর সামনে নির্মম লাঠি চার্জকে কেন্দ্র করে আমার প্রতিক্রিয়া খুঁজছিলেন। দুঃখিত, আমি ট্রাভেল করছিলাম এবং অফিস লীগ খেলার জন্য কলকাতার বাইরে ছিলাম বলে আর তোমাদের ভিড়ে নিজেকে মেলাবার সৌভাগ্য হয়নি। আমার তিন চির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের সমর্থকরা পুলিশের হাত থেকে ন্যায়ের দাবিতে বুক দিয়ে আগলাচ্ছেন এক অপরকে। এর চেয়ে সুখের মুহূর্ত হয়তো আসেনি এই বাংলায়।' বাংলার ফুটবল নিয়ে ছিনিমিনি মেনে নিতে পারেননি মেহতাব। সেই প্রসঙ্গে লেখেন,'খেলা হবে দিবসের দুদিন পর ঘোষণা হলো খেলা হবে না। কিন্তু এটা তো শুধু ফুটবল নয় এতে প্রেম আছে, আবেগ আছে, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীতা আছে আর প্রতিবাদের আগুন। আপনি চাইলে রুখে দেবেন? বাংলার ফুটবল নিয়ে ছিনিমিনি নয়। যা গতি দেখছি গোল তো হবেই এবার কিন্তু জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে রোষের আগুন। আজ যারা লড়লেন সবাইকে সেলাম। লড়াকু অভিনন্দন। লড়াই থামানো যাবে না। বাংলার মানুষের ঐক্য বেঁচে থাকুক, ময়দানি ঐক্য বেঁচে থাকুক! অবিরাম ভালোবাসা সব লড়াকু সহযোদ্ধাদের।

রাসেল-হোল্ডারদের আবার পাচ্ছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তবে চোখ ২০২৬ বিশ্বকাপে

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বেশ কয়েকজন প্রথম সারির ক্রিকেটারকে পাচ্ছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৩ আগস্ট থেকে শুরু তিন ম্যাচের সিরিজের জন্য ঘোষিত দলে নেই আন্দ্রে রাসেল, জেসন হোল্ডার, আলজারি জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিংরা। তবে এ সিরিজ দিয়ে ২০২৬ সালের বিশ্বকাপের দিকে নজর দিতে চান কোচ ড্যারেন স্যামি। ৩৬ বছর বয়সী রাসেল 'বিশ্রাম ও সেরে উঠতে সময় চেয়েছেন' বলে জানিয়েছেন ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট মাইলস ব্যাসকম। ঘরের মাঠে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেছিলেন রাসেল। সর্বশেষ ইংল্যান্ডে দ্য হানড্রেডে লন্ডন স্পিরিটের হয়েও খেলেন এ অলরাউন্ডার। অন্যদিকে হোল্ডারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টানা পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলার পর। সাবেক এ অধিনায়ক টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেননি চোটের কারণে। রাসেল ও হোল্ডার–দুজনই এ সময়ে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিজ্ঞান ও মেডিসিন দলের সঙ্গে কাজ করবেন বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সহ-অধিনায়কত্ব করা জোসেফ বিশ্রামে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ থেকেই। তাঁর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কারণে বিশ্রাম দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁকে ঘিরে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ এটি, জানা গেছে এমন। ওপেনার কিং এখনো চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি। গত জুনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে সাইড স্ট্রেইনে পড়েন তিনি। এর পর থেকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচে খেলেননি কিং। তাঁর অনুপস্থিতিতে শেই হোপের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করতে পারেন জনসন চার্লস। সুযোগ পেতে পারেন তরুণ অ্যালিক অ্যাথানাজও। এদিকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোনো ম্যাচ না খেলা শিমরন হেটমায়ার দলে জায়গা ধরে রেখেছেন। এ বাঁহাতি সর্বশেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন গত ডিসেম্বরে। ২০১২ ও ২০১৬ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সর্বশেষ তিনটি আসরের একটিতেও সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারেনি। আপাতত দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়ে নতুন শুরুর আশা করছেন দলটির সীমিত ওভারের কোচ ড্যারেন স্যামি। ড্যারেন স্যামি বলেছেন, 'আমাদের পরিকল্পনা ঢেলে সাজানোর দারুণ একটি সুযোগ দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কঠিন দলের মুখোমুখি হওয়া। আমরা সম্প্রতি তাদের সঙ্গে খেলে মিশ্র ফল পেয়েছি। ফলে এটি রোমাঞ্চকর ও গুরুত্বপূর্ণ এক সিরিজ হবে। যে দল নির্বাচন করেছি, তাতে আমরা আত্মবিশ্বাসী। আমাদের চোখ এরই মধ্যে ২০২৬ সালে পরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। আমি জানি, ছেলেরা সাফল্যের ক্ষুধা দেখাতে আগ্রহী হবে।' এদিকে দলে ফেরানো হয়েছে স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার ফ্যাবিয়ান অ্যালেনকে। আকিল হোসেইন, গুড়াকেশ মোতি ও রোস্টন চেজের সঙ্গে ক্যারিবীয়দের স্পিন-শক্তি বাড়াবেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল

রোভম্যান পাওয়েল (অধিনায়ক), রোস্টন চেজ (সহ-অধিনায়ক), অ্যালিক অ্যাথানাজ, ফ্যাবিয়ান অ্যালেন, জনসন চার্লস, ম্যাথু ফোর্ড, শিমরন হেটমায়ার, শেই হোপ, আকিল হোসেইন, শামার জোসেফ, ওবেদ ম্যাকয়, গুড়াকেশ মোতি, নিকোলাস পুরান, শেরফান রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড।

ভেরোনার কাছে হেরে ক্ষমা চাইলেন কন্তে

আপনজন ডেস্ক: বড় ধাক্কা খেয়ে মৌসুম শুরু করল নাপোলি। লিগের প্রথম ম্যাচেই ভেরোনার বিপক্ষে ৩-০ গোলে হেরেছে দলটি। নাপোলির হয়ে সিরি আতে নিজের প্রথম ম্যাচেই এত বড় হার দেখে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন কোচ আন্তোনিও কন্তেও। দলের এমন অসহায় আত্মসমর্পণ মানতে পারছেন না তিনিও। এমনকি ম্যাচ শেষে সমর্থকদের কাছ থেকে চেয়েছেন ক্ষমাও। ভেরোনার মাঠে প্রথমার্ধে বেশ দাপুটে ফুটবল খেলেছে নাপোলি। কিন্তু ভালো খেলেও গোল পায়নি দলটি। নাপোলির বিপদ বাড়ে দ্বিতীয়ার্ধে। ৫০ মিনিটে প্রথম গোল খেয়ে বসে তারা। গোল করেন দালিওন লিভরামেন্তো। এরপর ৭৫ মিনিটে ও যোগ করা সময়ে জোড়া গোল করেন দানিয়েল মসকিউরা। সব মিলিয়ে ৩-০ গোলের হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় ২০২২-২৩ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নদের। গত বছরের মার্চে টটেনহামের দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকে ক্লাবহীন ছিলেন কন্তে। এরপর এ বছরের জুনে নাপোলির দায়িত্ব নিয়ে ফের ডাগআউটে আসেন তিনি। তবে লিগে শুরুটা ভালো হলো না। প্রথম ম্যাচে দলের এমন ভরাডুবি নিয়ে কন্তে বলেছেন, 'প্রথমার্ধে কেবল একটি দলই খেলেছে। আমার মনে হয় না ভেরোনো কোনো শট নিয়েছে। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আমরা ভেরোনোকে শট নিতে দিলাম এবং আমরা পিছিয়ে গেলাম। এরপর আমরা সূর্যের আলোয় তুষারের মতো গলে গেলাম। আমি যা বলতে চাই তা হলো, আমাদের নাপোলির সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত, যারা আমাদের এতটা আবেগ দিয়ে অনুসরণ করে।'

আর জি কর আন্দোলন নিয়ে যা বললেন সূর্যকুমার

আপনজন ডেস্ক: কলকাতা ফুঁসছে প্রতিবাদ আর ক্ষোভে। সেই প্রতিবাদ আর ক্ষোভের আগুন কলকাতা থেকে পুরো ভারত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে সর্বস্তরের মানুষ। আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে এবার কণ্ঠ মেলালেন ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। ইনস্টাগ্রামে একটি টেমপ্লেট পোস্ট শেয়ার করে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন তিনি। সূর্যকুমার যে টেমপ্লেট পোস্টটি নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছেন, সেটির শুরুতে 'আপনার মেয়েকে রক্ষা করুন' লেখা বাক্যটা কেটে দেওয়া। এরপর নিচে লেখা আছে, 'আপনার ছেলেকে শিক্ষিত করুন এবং (শিক্ষিত করুন) আপনার ভাই এবং আপনার বাবা এবং আপনার স্বামী এবং আপনার বন্ধুদের।' সূর্যকুমার অবশ্য আর জি কর ট্র্যাজেডি নিয়ে কথা বলা প্রথম ক্রিকেটার নন। এর আগে প্রতিবাদীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন ভারতের পেসার যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ ও মোহাম্মদ শামি এবং নারী ক্রিকেটার জেমিমা রদ্রিগেজ। কিছুদিন আগে বুমরা শেয়ার করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের একটি ইনস্টাগ্রাম স্টোরি। সেখানে লেখা ছিল, 'আরেকটি নৃশংস ধর্ষণ। মেয়েরা যে কোথাও নিরাপদ নয়,

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**